কাবার গিলাফ পরিবর্তনে প্রথমবার নারীদের অংশগ্রহণ

সারে-জমিন

ঢোলায় যুবকের মৃত্যুর তদন্ত দাবি নওশাদের

রূপসী বাংলা

নতুন ফ্রান্সের লড়াই সবে শুরু, সামনে কী অপেক্ষা করছে

সম্পাদকীয়

মুহাররম ও আশুরার তাৎপর্য

দাওয়াত

সুন্দরের 'সুন্দর' বোলিং এগিয়ে দিল ভারতকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১১ জুলাই, ২০২৪
২৭ আষাঢ় ১৪৩১
৪ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 186 ■ Daily APONZONE ■ 11 July 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সিবিআইয়ের অপব্যবহার মামলায় রাজ্যের আর্জি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বড়সড় স্বস্তি পেল। সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের মামলাকে শুনানিযোগ্য বলে বিবেচনা করেছে এবং কেন্দ্রের যুক্তি খারিজ করেছে। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মনে করে, এফআইআর করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে সিবিআইয়ের। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ অগাস্ট।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে আমরা আইন অনুযায়ী তার যোগ্যতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাব। আদালত উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে ৮ মে রায় সংরক্ষণ করেন। বিচারপতি বিআর গোয়াই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার একটি বেঞ্চ বলেছে যে সিবিআইকে তদন্তের জন্য রাজ্যের সম্মতি নিতে হবে। আইনগত অধিকার অবশ্যই সংবিধানের প্রেক্ষাপটে উত্থাপিত হবে এবং ফেডারেল ক্ষমতা থেকে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করবে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার এখতিয়ারের অধীনে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য দিল্লি পুলিশ স্পেশাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইনের ধারা ৬এর অধীনে সিবিআইকে দেওয়া পূর্ব সম্মতি প্রত্যাহার করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি

পিটিশন দাখিল করেছিল যে রাজ্য কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও, সিবিআই আমাদের অনুমোদন ছাড়াই বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংবিধানের কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে মামলাগুলির শুনানি হয় শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে। উল্লেখ্য যে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের ২এর অধীনে, সিবিআই শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিতে অপরাধের নিজস্ব তদন্ত শুরু করতে পারে।

রাজ্যগুলিতে কোনও তদন্ত শুরু করার আগে, সিবিআইকে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টের ধারা ২ এর অধীনে উল্লিখিত রাজ্য সরকারগুলির সম্মতি নিতে হবে। অনেক রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সিবিআইকে এই সম্মতি দিয়েছে। আবার অনেকে দেয়নি। সেই সম্মতি না দেওয়ার তালিকায় আছে পশ্চিমবাংলা।

তালাকপ্রাপ্তা মুসলিমরাও ১২৫ ধারায় খোরপোশ পাবেন: সুপ্রিম কোর্ট

একই অধিকার মিলবে পার্সোনাল ল-তেও

আপনজন ডেস্ক: ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নম্বর ধারায় একজন মুসলিম মহিলা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ চাইতে পারেন বলে বুধবার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 'ধর্মনিরপেক্ষ' বিধান সমস্ত বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি বি ভি নাগরত্না এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ জানিয়েছে, ১৯৮৬ সালের মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা) আইন ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উপর প্রাধান্য পাবে না। রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি নাগরত্না বলেন, 'আমরা ফৌজদারি আবেদন খারিজ করে দিচ্ছি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ১২৫ ধারা সব নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। দুই বিচারপতি পৃথক কিন্তু একমত হয়ে রায় দিয়েছেন।

বেঞ্চ জানিয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ নম্বর ধারা, যেখানে স্ত্রীর ভরণপোষণের আইনি অধিকার রয়েছে, তা মুসলিম মহিলাদের এর আওতায় পড়ে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ বিধানের উপর মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ প্রাধান্য

পাবে না। মহম্মদ আবদুস সামাদের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলা সিআরপিসির ১২৫ ধারার অধীনে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নন এবং ১৯৮৬ সালের আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট সামাদ কর্তৃক তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ প্রদানের জন্য পারিবারিক আদালতের নির্দেশ বাতিল করেনি। তবে আবেদনের তারিখ থেকে প্রতি মাসে ২০,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০,০০০ টাকা করেছে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ঐকমত্যপূর্ণ রায় থেকে যে সিদ্ধান্তগুলি উঠে আসে তা নিম্নরূপ: ক) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা মুসলিম বিবাহিত মহিলা সহ সমস্ত বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা সকল অমুসলিম তালাকপ্রাপ্ত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গ) তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে-১) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিবাহিত ও তালাকপ্রাপ্ত এই জাতীয় সমস্ত মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে উপলব্ধ প্রতিকারের পাশাপাশি।

২) মুসলিম আইনে মুসলিম মহিলাদের বিবাহ ও তালাক হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা এবং ১৯৮৬ সালের আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা পঠনে গাফিলতি থাকলে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে রাবেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নিখাত ইসলামি শিক্ষাদানের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল খারিজি বা কুরআনিয়া মাদ্রাসাগুলি। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক এই ধরনের বেসরকারি মাদ্রাসা থাকলেও তার বেশিরভাগটাই উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দের অনুসারী। আর পশ্চিমবাংলায় দেওবন্দ ঘরানার এই সব দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বেশিরভাগই সংগঠিতভাবে পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া বা মাদ্রাসা সমন্বয় সমিতির মাধ্যমে। এই সংগঠনটি দেওবন্দের রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার অনুমোদনপ্রাপ্ত। এই সকল দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে মূলত হাফিজ, মাওলানা, মুফতি, ক্বারী প্রভৃতি ইসলামি বিদ্বান তৈরির পাঠ দেওয়া হয়। ইসলামি মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে চলে এই সকল মাদ্রাসাগুলিতে এখন পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সেই পাঠক্রমে আরবি, উর্দু, ফার্সি পঠনপাঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল যুক্ত হয়েছে। এমনকি রয়েছে কম্পিউটার শিক্ষার পাঠও। তবে, আরবি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিষয়ে শিক্ষাদানেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বুধবার কলকাতার বাঁকড়ায় পশ্চিমবঙ্গ

রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার সদর দফতরের মাওলানা আসাদ মাদানি রহ, অডিটোরিয়ামে কার্যনির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার সভাপতি তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি কড়া হুঁশিয়ারি দেন এই সংগঠনের আওতাধীন মাদ্রাসাগুলিতে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বা ভূগোল বিসয়ে পঠনপাঠনে কোনও দরেনর গাফিলতি দেখা গেলে সেই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার আওতাধীন হাজারটিরও বেশি খারিজি মাদ্রাসা রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের রাবেতার নির্দেশ মেনে এই সংগঠন সিলেবাস সহ পঠনপাঠন রীতি নির্ধারণ করে থাকে। এদিনের অধিবেশনে মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি

বলেন, স্বাধীনতার পর দরসে নিজামী মাদ্রাসার সর্বভারতীয় এই বোর্ড বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে রাবেতা বোর্ড দক্ষতার সঙ্গে ২৫ বছর ধরে সুনাম, সুখ্যাতি ও দায়িত্বের সঙ্গে কার্যপরিচালনা করে দারুল উলুম দেওবন্দের চোখে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ৩০-৪০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কোনও মাদ্রাসা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর থাকলে সেই সম্পত্তি সোসাইটি বা ট্রাস্টের নামে নিবন্ধিকরণ করতে হবে। মাদ্রাসার দলিল দস্তাবেজ যথাযথভাবে রয়েছে কি না তা নিরূপণ করতে হবে যাতে কেউ তঞ্চকতা করতে না পারে। মাদ্রাসার পঠন-পাঠন সঠিকভাবে হচ্ছে কি না নিপুণতার সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

▶ *এরপর আটের পাতায়*

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

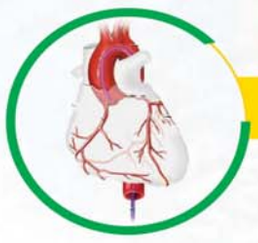

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

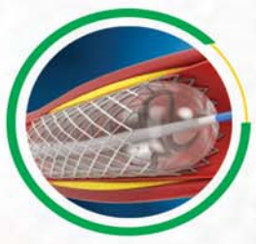

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

কয়াডাঙায় ট্রেনের ধাক্কায় মহিষের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সুতির সুজনিপাড়া ও নিমতিতা রেলস্টেশনের মাঝে কয়াডাঙায় ট্রেনের ধাক্কায় মোষের মৃত্যু। ঘটনায় বিরাট ঝাকুনি দিয়ে রেললাইনে থমকে গেল আজিমগঞ্জ ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও অক্ষত রয়েছেন সকল যাত্রী। প্রায় ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে থাকে। খবর দেওয়া হয় রেলপুলিসকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলে পুলিস ও রেল কর্মীরা। ট্রেনের সামনে একটি মোষ চলে আসায় এই বিপত্তি ঘটে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় মোষটির মৃত্যু হয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় মোষটি ছিটকে রেললাইনের উপর পড়ে থাকায় ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। রেল কর্মীরা মৃত মোষটিকে রেললাইন থেকে সরিয়ে দেয়। প্রায় ঘন্টা খানেক বাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ভাগলপুরে গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

বিদ্যুৎ নিয়ে সচেতনতা সভা জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে বিদ্যুৎ নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল সাগরপাড়ায়। বুধবার বিকেলে জলঙ্গি সাব স্টেশনের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের তরফে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গির বিডিও সুব্রত মল্লিক,জলঙ্গি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, সাব স্টেশন ম্যানেজার সুমন সরকার, সাগরপাড়া থানার ওসি অরিজিৎ ঘোষ,একাধিক জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ গ্রাহক সহ রাজনৈতিক দলের নেতারা।এদিনের শিবিরে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয় এলাকায় ছেড়া তার পড়ে থাকলে তাতে হাত না দিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে জানানোর আহ্বান করেন স্টেশন ম্যানেজার থেকে শুরু করে বিডিওরা। পাশপাশি লো ভোল্টেজ থাকলে অযথা রাস্তা অবরোধ বা অন্য কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে গ্রাহক পরিসেবা কেন্দ্রে লিখিতভাবে জানানোর বার্তা দেন ।সেই মত দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করতে পারবে।
এদিনের সচেতনতা শিবির হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ ।

ঢোলায় যুবকের মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে পুলিশের শাস্তি দাবি নওশাদের

বাইজিদ মণ্ডল ● ঢোলা

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ঢোলা হাট থানাতে গত ৪ জুলাই আবাদ ভগবানপুর অঞ্চলের ঘাটবকুলতলা গ্রামের বাসিন্দা অভিযুক্ত এক যুবক আবু সিদ্দিক হালদারকে তুলে এনে পুলিশ অমানবিক অত্যাচার ও মারধর করে। তার ফলে ওই যুবকের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ তার পরিবারের। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে এবং ঢোলা হাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। বুধবার ভাঙড়েরর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বকুলতলা গ্রামে, আবাদ ভগবানপুর অঞ্চলে মৃতের বাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত জানতে এবং মৃত্যু আবু সিদ্দিক হালদারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান। নওশাদের কাছে সিদ্দিকীর পরিবারের লোকজন জানান, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই যুবকের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাঠি দিয়ে সারা শরীরে ভয়ংকর ভাবে আঘাত করে,পায়ের তলা ফুলে যায়, চামড়া ফেটে যায়, অভিযোগ থেকে পাওয়া যায় যে মুত্রদ্বারে ইলেকট্রিক শক দেয়, মল দ্বারে লাঠি ঢুকিয়ে আঘাত করে। কোর্টে তোলার সময় মলদ্বার থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে বলে পরিজনদের দাবি। এদিন নিহত আবু সিদ্দিক হালদারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সঠিক বিচার ও তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আসেন আইএসএফ চেয়ার ম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। পাশাপাশি তিনি উত্তর প্রদেশে মুসলিম নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেগুলো তুলে এই রাজ্য সরকারের উপর একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন শুধু মুসলিম নিরীহ ছেলেদের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে তাদেরকে নিধন করা হচ্ছে। নওশাদ সিদ্দিকী এই মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়ে দোষী পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

ইন্দাসের বেহাল রাস্তায় চলা বিপদ হয়ে উঠছে

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন ডেস্ক: বাঁকুড়া জেলার পূর্ব সীমান্ত ইন্দাস ব্লকের মধ্যে ইন্দাস রেল স্টেশন থেকে চিচিঙ্গা, ফাটিকা ও রোল, গোপাল নগর গ্রাম পার হয়ে সোনামুখী আর বি আই ডিভিশন এর মেনে ক্যানেল ব্রিজের উপর দিয়ে সোমসার গ্রামের মাঝ বরাবর হয়ে পশ্চিম দিকে সোজা বেলুট, ভগবতী পুর ইত্যাদি গ্রামের পাশ দিয়ে বিস্তৃত হয়ে পুনরায় বাঁকুড়া বর্ধমান রোডে মিলিত হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে প্রধান মন্ত্রী সড়ক যোজনার প্রায় ১৮ কি মি এই রাস্তাটি তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, মেন ক্যানেল পার হয়ে প্রায় ২ কি মি মাঠ পেরিয়ে বাগীচা বাঁধ গ্রামের পাশ দিয়ে বাঁকুড়া বর্ধমান রোড ক্রস করেই সোমসার গ্রামের মাঝ দিয়ে পাত্রসায়ের ব্লকের হাতীতলায় পৌঁছায়। এলাকার মানুষের জন্য পথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বছর দুই আগে রাস্তার সংস্কার হয় দায় সারা। ইন্দাস স্টেশন থেকে রোল গ্রামের শেষের দিকের রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে পায়ে হেঁটে চলাও কঠিন। রোল গ্রামে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং জেলার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৮৯২) ।রোল চৌধুরী মুহাম্মাদ তৈয়ব ইনস্টিটিউশন-উ: মা:]. ঐ বিপদ সংকুল রাস্তা দিয়েই ছাত্র ছাত্রীগণ পড়তে আসে। ইন্দাস যেতে হয় বি ডি ও, বি এল এন্ড এল আর ও, ব্লক হাসপাতাল, রেজিস্ট্রি অফিস, থানা, কলেজ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দোকান বাজার অফিস। ইতিপূর্বে সোমসার গ্রামের পশ্চিম দিকে রাস্তা ভাঙনের ফলে ট্রাক্টর উল্টে একজনের মৃত্যু হয়। বাড়ছে দুর্ঘটনার প্রবণতা। আর বেহাল রাস্তায় পথ চলা বিডদ হয়ে উঠছে।

মেট্রোরেলের পর বিদ্যাধরী নদীর তলদেশ দিয়ে এবার ঢুকবে জলের পাইপলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শিয়ালদহ থেকে ভূগর্ভ হয়ে একেবারে গঙ্গা নিচ দিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত চালু হয়েছে মেট্রো রেল পরিষেবা।যেটি দেশের প্রথম গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো রেল পরিষেবা। শুধু গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রো রেল চালু করে থেমে নেই সরকার। এবার পরিশ্রুত পানীয় জল সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে কাজ চলছে জল প্রকল্পের। যেটি খুব শিগগিরই সম্পন্ন হবে। উপকৃত হবে কয়েক কোটি মানুষ। সেই তালিকায় নাম রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, বসিরহাট মহকুমার, হাড়োয়া ব্লকের। মূলত হাড়োয়া ব্লক আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে গঠিত। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ বিদ্যাধরী নদী।
আর এখানেই জল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত করতে নানান রকমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যেমন বিদ্যাধরী সেতুর উপর দিয়ে যদি জলের পাইপ নিয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে বিদ্যাধরী সেতু দুর্বল হবে এবং ভারসাম্য হারাবে।
অন্যদিকে, নদীর উপর দিয়ে যদি ঝুলন্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় সে ক্ষেত্রে বিদ্যাধরী নদীর সৌন্দর্য নষ্ট হবে। তার পাশাপাশি ক্ষতিব মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা। এই বিদ্যাধরী নদী ব্যবহার করে কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হয়। অর্থাৎ হাড়োয়ার সঙ্গে সুন্দরবন গোসাবা সহ একাধিক এলাকায় এই জলপথের মাধ্যমেই বাণিজ্য ব্যবস্থা চলে ।ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে ব্যবসায়ীরা।
কিন্তু সরকারের উদ্যোগে সেটিও সমাধানের পথে। অর্থাৎ একেবারে বিদ্যাধরী নদীর যেখানে জল শেষ হয়েছে সেখান থেকে ২০ থেকে ৩০ ফুট নিচ দিয়ে প্রায় ৩৮০ মিটার লম্বা পাইপের মাধ্যমে জোড়া হবে হাড়োয়া ব্লকের দুই প্রান্তকে এবং এই জল প্রকল্পের কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।
ইতিমধ্যে জোর কদমে কাজ চলছে। সংস্থা সূত্রে জানা গেছে ,প্রায় ৪২ ইঞ্চি টানেল তৈরি হবে এবং সেই টানেল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খোঁড়া হচ্ছে। অন্যদিকে যাতে ধস না নেমে যায় সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজস্থানের একটি বিশেষ মাটি ।যেটি টানেলের ভিতরের মাটি গুলিকে ধরে রাখবে অর্থাৎ কোনো কারণে ধস নামবে না।
প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে এই জলপ্রকল্পের কাজ শেষ হলে হাড়োয়া ব্লকের প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোলপুরে হানা সবজি বাজারে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পুলিশ মন্ত্রীর নির্দেশের পরই বীরভূম জেলায় সবজি বাজারগুলোতে পুলিশের অভিযান। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলার তিনটি মহকুমা বোলপুর সিউড়ি রামপুরহাটে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। বীরভূম জেলা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ রয়েছে সাথে।
বুধবার সাত সকালে বীরভূমের বোলপুর হাটতলাতে জেলার ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বোলপুর থানার পুলিশকে নিয়ে অভিযান চালায়।

রাস্তা ভেঙে টাঙন নদীর জল গ্রামে ঢোকায় জলবন্দি প্রায় ৪০টি পরিবার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: টাঙ্গন নদীর জলে প্লাবিত বামনগোলা ব্লকের, বামনগোলা ও গোবিন্দপুর মহেষপুর পঞ্চায়েতের পারহবি নগর ও ঠাংভাঙ্গা গ্রামের বিস্তীর্ণ কৃষি জমি। রাস্তা ভেঙ্গে ওই এলাকায় জলবন্দি হয়ে পড়েছে প্রায় ৪০টি পরিবার। ওই এলাকাতেই রয়েছে। টাঙ্গন নদীর ভাঙ্গনের ফলে আতঙ্ক ছরিয়ে পরেছে এলাকায়।বেশ কিছু দিন আগে রাতভর প্রবল বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিতে পারহবি নগর এলাকায় রাস্তা ভেঙ্গে যায় নদী ধারে বেশ কিছু জায়গায় ধস নামতে থাকে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের কাছে এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসী নদীর পার পাথর দিয়ে বাঁধানোর জন্য।গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রশাসনে তরফে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হোক, নইলে আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে সমস্যা পরতে হবে। তাদের স্কুল,কলেজ,হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য রাস্তা বর্তমানে বন্ধ।বাজার পর্যন্ত বন্ধ হয়ে পরেছে।আর অল্প জল পারলেই এলাকার বাড়িগুলিতে জল ঢুকবে আর কিছুদিনের মধ্যেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্রে যেতে হবে আতঙ্কে রয়েছে গ্রামবাসীরা। বারবার নদী ভাঙ্গনের ফলে ঘর ছাড়া হচ্ছে গ্রামবাসীকে এই নিয়ে এক রাজ খুব উগরে দিয়েছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী। এবিষয়ে বামনগোলা বিডিও মনোজিৎ রায়, ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন আমার কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পরেছে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আর বন্য পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পরিদর্শনে যাব।যাযা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে।

বেতন না মেলায় অতিথি শিক্ষকদের বিক্ষোভ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেতন না মেলায় বিক্ষোভ অতিথি শিক্ষকদের। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মঙ্গলপুর এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্টারের দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অতিথি শিক্ষকরা। যদিও পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি।
এ বিষয়ে এক অতিথি শিক্ষক জানান, 'প্রায় দু'মাস ধরে আমাদের সাম্মানিক মিলছে না। এই সাম্মানিক না পেলে আমাদের পরিবার চলবে কিভাবে। তাই আজ আমরা এই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার কৌশিক মাঝি বলেন, 'পুরো বিষয়টি টেকনিক্যাল। কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্লারিফিকেশন চেয়েছি। সেখান থেকে সদুত্তর পেলে পরবর্তীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত মিত্র বলেন, 'যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তাঁদের সান্মানিক দেয়া হত, সেখানে কিছু সমস্যা সামনে এসেছে। আমরা পুরো বিষয়টি সমাধানের জন্য চেষ্টা করছি।'

রায়গঞ্জের বুথে মোবাইল নিয়ে ভোট দেওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আসায় চাঞ্চল্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটালেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী বেবি মন্ডল। তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এই যোগদানেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি, বরং ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করে ভোটদানের ছবি তুলে এনে তা তৃণমূল নেতাকে দেখানোর মধ্য দিয়েই ঘটনার সূত্রপাত।
বেবি মন্ডল ভোট দিয়ে মোবাইলে ছবি তুলে এনে তা রায়গঞ্জ পৌরসভার উপ প্রশাসক অরিন্দম সরকারকে দেখান। ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও কিভাবে তিনি মোবাইল নিয়ে বুথে পৌঁছলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেবি মন্ডল দাবি করেছেন, "আমি স্বেচ্ছায় ভোটের ছবি তুলেছি। কেউ আমাকে চাপ সৃষ্টি করেনি এবং মোবাইল নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে আমাকে কেউ বাধা দেয়নি।" তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরিন্দম সরকার বলেন, "বেবি মন্ডল অতিউৎসাহে এই কাজ করেছেন। কিভাবে তিনি মোবাইল নিয়ে বুথে প্রবেশ করলেন, এর দায়ভার আমি নেব না। এর জন্য কর্তব্যরত বাহিনী দায়ী।" বেবি মন্ডল আগে তৃণমূল কর্মী ছিলেন, মতপার্থক্যের কারণে বিজেপিতে যোগ দেন। তৃণমূলে ফিরে এসে তিনি নিজেকে একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে প্রমাণ করতে চান। তার এই পদক্ষেপে তৃণমূলের প্রতি তার সমর্থন এবং নতুন দলে স্থায়ী হওয়ার প্রচেষ্টার প্রতিফলন।
এই ঘটনা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। নজর এখন প্রশাসনের দিকে, তারা কী পদক্ষেপ নেয় তা দেখার বিষয়।

রাজাপুর থানার পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করল হাওড়া গ্রামীণ জেলার রাজাপুর থানার পুলিশ। শতাধিক পুলিশ কর্মীকে নিয়ে বাইক র‍্যালির মধ্যে দিয়ে সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করল হাওড়া গ্রামীণ জেলার রাজাপুর থানার পুলিশ। পথ দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করতে রাজাপুর থানা পুলিশের অভিনব উদ্যোগে বুধবার সকাল ১০টায় প্রায় শতাধিক পুলিশ কর্মীকে নিয়ে বাইক র‍্যালির মধ্যে দিয়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ ও সেভ ড্রাইভ,সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন হল।এদিনের এই বাইক র‍্যালিটি শুরু হয় রাজাপুর থানার সামনে থেকে। এরপর ওই থানা এলাকার প্রায় ৫কিমি পথ অতিক্রম করার থানাতেই এসে র‍্যালিটি শেষ হয়।র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন গড়চুমুক চক্রের সার্কেল ইন্সপেক্টর সৌরভ কর,রাজাপুর থানার ওসি কৌশিক পাঁজা সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকগণ। এদিন বিবেকানন্দ স্টাডি সেন্টারের সহযোগিতায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

উত্তররবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় লাগাতার বৃষ্টি, ফুঁসছে নদীর জল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: উত্তরে দুর্যোগ। সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলছে। মেঘলা আকাশ, অন্ধকার নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। ভোররাত থেকেই জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিগত কয়েকদিন থেকে একটানা বৃষ্টিতে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত। জলপাইগুড়ির করলা নদীর জল বাড়ার কারণে মঙ্গলবার রাতে ফের জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া পরেশমিত্র কলোনির বেশ কিছু অংশতে করলা নদীর জল ঢুকে পরে। চিন্তা বাড়াচ্ছে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। বুধবারও ফুঁসছে তিস্তা,জলঢাকা সহ জেলার একাধিক নদী। তিস্তার মেখলিগঞ্জ অসংরক্ষিত এলাকায় এবং জলঢাকা এনএইচ ৩১ নদীতে লাল সর্তকতার পাশাপাশি এবং জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। তিস্তা নদীর দোমহানীতে অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে।
বুধবার সকাল ৬ টায় জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ১৮২০.৬২ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে বলে সেন্ট্রাল ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে।এদিকে,শাক সবজির অগ্নি মূল্যের বৃদ্ধি।উত্তরের জেলাগুলিতে লাগাম ছাড়া শাক সবজির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেন।আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই অগ্নিমূল্য বৃদ্ধির কিছুটা রেশ কাটবে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

দুই বর্ধমান নিয়ে একুশে জুলাই-এর প্রস্তুতি মঞ্চে একসঙ্গে চার মন্ত্রী

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আর কয়েকদিন পর ২১শে জুলাই তার আগেই বর্ধমান জেলায় প্রস্তুতি সভা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সভাটি আয়োজন করা হয়। বহুদিন পর বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে দুই জেলা নিয়ে একসাথে একুশে জুলাই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন দুই জেলার ২ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি , যুব ছাত্র মহিলা সবার উপস্থিতিতে এত বড় সভার আয়োজন করা হলো বর্ধমানে সংস্কৃতি লোকো মঞ্চে।
এই সভায় হাজির ছিলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী , মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পূর্বের সংসদ শর্মিলা সরকার সহ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব এই সভা থেকে একুশে জুলাই শহীদ স্মরণে যাতে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে লোক নিয়ে যাওয়া যায় সেই সমস্ত এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।
এই সভার মধ্যে অরূপ বিশ্বাস বললেন সাংবাদিকরা বিজেপির কর্মী হয়ে কাজ করেছে। ভোট গণনার আগেই বিজেপিকে জিতিয়ে দিয়েছে। তাই এখন বাংলার মানুষ সাংবাদিকদের আর বিশ্বাস করে না মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সাংবাদিকের প্রয়োজন নেই। অরূপ বিশ্বাস জানান একুশে জুলাই মঞ্চ থেকে নতুন কিছু চমক থাকবে।

স্বাগত হাজীরা

আপনজন: চলতি বছরের হজ সম্পাদন করা হাজী সাহেবদের নিয়ে প্রথম উড়ান গত ২২ জুন কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। পবিত্র হজের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে আরব ভূমি থেকে আগত মেহমানদের কলকাতা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে বুধবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আখরুজ্জামান, কার্যনির্বাহী আধিকারিক মহঃ নকি,ওয়াকফ বোর্ডের ডেপুটি সিও মোদাসের আলী, রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ, সদস্য আব্দুল হামিদ,পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ, কুতুবউদ্দিন তরফদার, আধিকারিক ইকবাল নাইয়ার, আয়ুব আলী,আবুল হোসেন সহ আরও অনেকে।

প্রথম নজর

সৌদি যুবরাজের ভিশন ২০৩০ নিয়ে সমালোচনা, শিক্ষকের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: সৌদি সরকারের ভিশন ২০৩০ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনামূলক পোস্ট করার কারণে সৌদি আরবে একজন শিক্ষককে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির আদালত। এ তথ্য জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভাই সায়েদ। ৪৭ বছর বয়সী শিক্ষক আসাদ আল-ঘামদির বাড়ি জেদ্দায়। ২০২২ সালের নভেম্বরে এক রাতে তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে দেশটির পুলিশ। এইচআরডব্লিউ বলছে, আসাদ সামাজিক মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ পোস্ট দিয়েছিলেন। এসব পোস্টের মধ্যে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ প্রকল্প নিয়েও সমালোচনা ছিল। এর ফলে তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত ২৯ মে বিশেষায়িত অপরাধ আদালত আসাদকে দোষী সাব্যস্ত করে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশেষায়িত আদালত ।

ইতিপূর্বে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবদুল্লাহ আল-হামিদকে স্মরণ করেও আসাদ আল-ঘামদি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। আল-হামিদ সৌদি কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা যান। এ পোস্টকেও আদালতের আমলে নিয়ে বিচার শুরু করা হয়। সরকারের সমালোচক হিসেবে পরিচিত আসাদের ভাই মোহাম্মদকেও সামাজিক মাধ্যমের কর্মকাণ্ডের জেরে গত বছর মৃত্যুদণ্ড দেয় দেশটির আদালত। আসাদের আরেক ভাই সায়েদ ইসলামি চিন্তাবিদ ও সরকারের কড়া সমালোচক। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

গাজায় ছড়িয়ে পড়ছে দুর্ভিক্ষ, অন্তত ৩৩ শিশুর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধ শুরুর প্রায় দশ মাস পর উপত্যকাটিতে ‘পুরোদমে দুর্ভিক্ষ’ শুরু হয়েছে। খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং তার ফলে সৃষ্ট অপুষ্টি ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় এখন পর্যন্ত গাজায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩৩ জন শিশুর। মঙ্গলবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই তথ্যকে সমর্থন করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্যানেলও। গত মে মাসে গাজা সফরে গিয়েছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ইউএনএইচসিআরের মনোনীত ১১ জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের একটি প্যানেল। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্যানেলের সদস্যরা জানিয়েছেন, সফরের সময় তারা গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিস এবং মধ্যাঞ্চলীয় উপশহর দেইর আল বালাহতে অপুষ্টিজনিত কারণে বেশ কয়েকজন শিশুকে মৃত ও মুমূর্ষু অবস্থায় দেখেছেন। জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত মিখায়েল ফাখরি জাতিসংঘ প্যানেলের এই বিবৃতিকে সমর্থন করে পৃথক এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। খান ইউনিসের একটি হাসপাতালে নিজের মুমূর্ষু

পুত্রসন্তানকে নিয়ে আসা ফিলিস্তিনি নারী গানিমা জোমা রয়টার্সকে বলেন, যুদ্ধের কারণে আমি আমার সন্তানকে খাওয়াতে পারিনি। যে পানি এখন আমরা খাচ্ছি, তা ও দূষিত ছেলের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। গত ৯ মাস ধরে ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান অভিযান এবং সীমান্ত অবরোধের কারণে খাদ্যসামগ্রীর প্রবেশ ও সরবরাহ ব্যবস্থা রীতিমতো ভেঙে পড়েছে গাজায়। যদি শিগগিরই ইসরায়েলি বাহিনী সীমান্ত অবরোধ তুলে নিয়ে ত্রাণ সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় না আনে, তাহলে এই সংকটে অচিরেই আক্রান্ত হবে আরো লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। জানা গেছে, দেশটিতে চরম খাদ্যসংকটে রয়েছেন ৪ লাখ ৯৫ হাজারেরও বেশি মানুষ, যা ওই উপত্যকার মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক অংশ।

কাবার গিলাফ পরিবর্তনে প্রথমবার নারীদের অংশগ্রহণ

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কাবাঘরে নতুন গিলাফ (কিসওয়া) পরিবর্তন করা হয়েছে। গিলাফ পরিবর্তন কার্যক্রমে মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদ তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। জেনারেল অথরিটির ভাষ্যমতে, এবারই প্রথম নারীরা এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। গত ৬ জুলাই হিজরি নববর্ষের প্রথম রাতে মক্কায় পবিত্র মসজিদুল হারাম প্রাঙ্গণে গিলাফ পরিবর্তনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। চার ঘণ্টাব্যাপী চলমান এ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের সাধারণ কর্তৃপক্ষ। প্রথম যুগ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাত দিবসে কাবাঘরের গিলাফ পরিবর্তনের রীতি ছিল। তবে ২০২২ সাল মোতাবেক ১৪৪৪ হিজরি থেকে কাবার গিলাফ পরিবর্তনের সময়ে পরিবর্তন আনে সৌদি সরকার। তখন থেকে হিজরি নববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে মুহাররমের প্রথম রাতে গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ জানিয়েছে, মক্কার কিং আবদুল আজিজ কমপ্লেক্সে পবিত্র কাবাঘরের কালো গিলাফ প্রস্তুত করা হয়। সেখানকার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদের তত্ত্বাবধানে ১৫৯ জন দক্ষ কারিগর নতুন গিলাফ পরিবর্তনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমে কাবাঘর থেকে পুরনো গিলাফ সরিয়ে নেন। এরপর নতুন গিলাফ স্থাপন করেন।

বার্তা সংস্থা আরো জানায়, গিলাফ তৈরিতে ১২০ কেজি সোনা, ১০০ কেজি রুপা ও এক হাজার কেজি রেশমের সুতা ব্যবহার করা হয়। ওই কাপড়ে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্যালিগ্রাফি থাকে।

গিলাফের সব কাজ শেষ করতে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগে। সব মিলিয়ে এক হাজার ৩৫০ কেজি ওজন ও ১৪ মিটার উচ্চতার এই গিলাফ তৈরিতে ব্যয় হয় ২৫ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল বা সাড়ে ছয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই গিলাফকে বিশ্বের ব্যয়বহুল কাপড় বলে মনে করা হয়।

উল্লেখ্য, পবিত্র কাবাঘরের গিলাফে থাকা কোরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি করেন মুখতার আলম নামের এক বাংলাদেশি। তিনি গিলাফ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কিং আবদুল আজিজ কমপ্লেক্সে প্রধান ক্যালিগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন। ২০২১ সালে তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনে যে কারণে ভয় পাচ্ছে ন্যাটো ও ইউরোপ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা ন্যাটোর গতিপথকে বর্তমানে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের জন্য সহায়তা অটুট রাখতে শীর্ষ সম্মেলন শুরুর প্রথম দিনই ইউক্রেনকে আরো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দেওয়া ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের লাগাতার সমর্থন এতদিন সম্ভব হলেও ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সেই নিশ্চয়তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনা সামরিক জোটের ঐক্যকে বড় প্রশ্নের মুখে ফেলছে। কেননা ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে যখন প্রথমবারের মতো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়; তাতে জো বাইডেনের বেহাল দশা দেখে আতঙ্কিত উত্তর আটলান্টিক সামরিক জোট ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের আশঙ্কা, ট্রাম্প পুনরায় প্রেসিডেন্ট হলে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব বাড়বে। একইসঙ্গে নতুন করে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বে ইউরোপ। প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প একাধিকবার ন্যাটো থেকে সরে আসার হুমকি দিয়েছিলেন। তার দাবি ছিল, আমেরিকা যে তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে, তার জন্য ইউরোপকে অর্থ দিতে হবে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনায় ট্রাম্প এক নির্বাচনী প্রচার সভায় বলেছিলেন ন্যাটোর শরিক দেশগুলো যদি তাদের ভাগের অর্থ (চাঁদা) না দেয়, তাহলে তিনি যা খুশি করার জন্য রাশিয়াকে উৎসাহিত করবেন। এরপর মার্চে ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, জোট (ন্যাটো) সদস্যরা যদি তাদের ন্যায্য অংশ পরিশোধ করে এবং আমেরিকার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শতভাগ জোটটির সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ এখানে তিনি শর্ত আরোপ করে রেখেছেন-জোটের শরিকদের অবশ্যই তাদের ভাগের অর্থ (চাঁদা) যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে। ন্যাটো চুক্তির বহুল আলোচিত পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে, ন্যাটোর কোনো একটি দেশ যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকা সেই আক্রমণকে নিজেদের ওপর আক্রমণ হিসেবে দেখবে, একসঙ্গে তা প্রতিহত করবে। এই মুহূর্তে ইউরোপের মাথাব্যাথার বড় কারণ রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ। এই সময়ে ইউক্রেনকে সবচেয়ে বড় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর যদি ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একা হয়ে যাবে ইউরোপ। এতে পুরো অঞ্চলের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ বাড়বে। মার্কিন সাময়িকী ফরেন পলিসির এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, ইউরোপকে আজকের তুলনায় অনেক বেশি সশস্ত্র হতে হবে। অনেক দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়াতে হবে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র-ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান এবং অত্যাধুনিক স্পর্শকাতর সমরাস্ত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করবে। মার্কিন পারমাণবিক ছায়া হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, রাশিয়াকে পরাজিত করার প্রত্যাশী দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান করতে পারে। সাময়িকীটি আরো বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনকে মুক্ত করতে এবং নিজের পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করতে সামরিক শক্তি জোরদারে ব্যর্থ হবে। একইসময় পুরো অঞ্চলকে চীনের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক হুমকি মোকাবেলায় লড়াই করতে হবে।

রাশিয়ায় এবার নাভালনির স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

আপনজন ডেস্ক: কারাগারে মারা যাওয়া রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন একটি রুশ আদালত। আজ মঙ্গলবার এ পরোয়ানা জারি করা হয়। রুশ আদালতে তার বিরুদ্ধে একটি চরমপন্থী সংগঠনে যোগ দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালত জানিয়েছেন, তদন্তকারীদের আবেদন আমলে নিয়ে ইউলিয়াকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

রুশ আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নাভালনির স্ত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক টুইটে ইউলিয়া বলেছেন, আপনি যখন এ বিষয়ে লিখবেন, দয়া করে মূল জিনিসটি লিখতে ভুলবেন না—ভ্লাদিমির পুতিন একজন খুনি ও যুদ্ধাপরাধী। তার জায়গা হওয়া উচিত কারাগারে, অন্য কোথাও নয়।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কারাবন্দী অবস্থায় মারা যান রাশিয়ার বিরোধীদলীয় নেতা ও প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনি। তিনি ২০২১ সাল থেকে কারাবন্দী ছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্টে নাভালনিকে উস্কানি, অর্থায়ন ও একটি উগ্রপন্থী সংগঠন প্রতিষ্ঠার অভিযোগে নতুন করে ১৯ বছরের জেল দেওয়া হয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাকে সাইবেরিয়ার একটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে ২০২০ সালে নাভালনিকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেবার জার্মানিতে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে যান তিনি। নাভালনির মৃত্যুর খবর সামনে আসার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, কোনো ভুল নেই। নাভালনির মৃত্যুর জন্য পুতিন দায়ী। তবে পশ্চিমা নেতাদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দেয় ক্রেমলিন। অন্যদিকে নাভালনির মৃত্যুকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেন পুতিন।

কেন লাগাতার ধর্মঘটে যাচ্ছেন স্যামসাংয়ের কর্মীরা?

আপনজন ডেস্ক: ন্যায্য বেতন এবং অন্যান্য সুবিধার দাবিতে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের ইউনিয়নভুক্ত কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। স্থানীয় সময় আজ বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম কম্পানির শ্রমিকরা এই ঘোষণা দিয়েছে। চলতি মাসের ৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের সাধারণ ধর্মঘটের শেষ দিনে এ ঘোষণা দেয়া হলো, যা লাগাতার চলবে।

এর আগে, গত ২৯ মে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক। দীর্ঘ ৫৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বড় রকমের ধর্মঘট ছিল এটি। এরপর প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ৭ জুন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক সংগঠন এনএসইইউ। তখন ন্যাশনাল স্যামসাং ইলেকট্রনিকস ইউনিয়নের (এনএসইইউ) প্রধান সন উ-মোক জানিয়ে ছিলেন, তারা ছয় মাস ধরে বেতন বাড়ানোর দাবিতে প্রচার করে আসছেন। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় এ প্রথম কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে কতসংখ্যক কর্মী সায় দিয়েছেন তা তিনি নির্দিষ্ট করতে পারেননি। স্যামসাংয়ের কর্মীরা মূলত তাদের বেতন ও ছুটির দিন নিয়ে ক্ষুব্ধ। ফলে ক্ষোভ আরো ফুঁসে উঠেছে। এরপর গত ৮ জুলাই জাতীয় স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স ইউনিয়নের হাজার হাজার সদস্য তিন দিনের ধর্মঘট শুরু করে। প্রায় ৩০ হাজার স্যামসাং কর্মী এই ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের পরেও সংলাপে যুক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা কম্পানি দেখায়নি। তাই ১০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হলো, যা লাগাতার চলবে।’

ইউনিয়ন বলেছে এই সপ্তাহে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছু স্যামসাং অপারেশন এবং উৎপাদন ধীর হয়ে গেছে। তবে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স বলছে, তাদের পণ্য উৎপাদনে অসুবিধা হচ্ছে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে: হিজবুল্লাহ নেতা নাসরুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ জানিয়েছেন, তার সংগঠন ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন দেওয়া থেকে কখনো পিছু হঠবে না। বরং ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা অব্যাহত রাখবে।

তিনি সুস্পষ্ট করে বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হবে, ততক্ষণ ইসরায়েলবিরোধী এ লড়াই চলবে।

মঙ্গলবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দাহিয়া এলাকার সাইয়্যেদ আশ-শোহাদা কমপ্লেক্সে দেওয়া এক ভাষণে হাসান নাসরুল্লাহ ইসরায়েলবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখার এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। শোকাবহ মুহাররম মাস উপলক্ষে সাইয়্যেদ আশ-শোহাদা কমপ্লেক্সে ঐ শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় হাসান হিজবুল্লাহর প্রধান বলেন, গত ৮ অক্টোবর থেকে হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করেছে, তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই বন্ধ হবে না। হিজবুল্লাহ কখনো ফিলিস্তিনপন্থি অবস্থান থেকে সরেও আসবে না। এক্ষেত্রে লেবাননের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, সেটাও বিবেচনায় নেবে না হিজবুল্লাহ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং নিপীড়ন প্রতিরোধ করা মুসলমানদের কর্তব্য জানিয়ে হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অমানবিক আচরণের কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা প্রবেশ করেনি, যা গাজাকে গুরুতর চিকিৎসা ও অমানবিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

হিজবুল্লাহ মহাসচিব এ সময় সিরিয়া ও ইরানের রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশংসা করেন এবং স্বাগত জানান। পাশাপাশি লেবানন, ইয়েমেন এবং ইরাকের প্রতিরোধ ফ্রন্টগুলো ইতিবাচক সাড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যুতে অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশ এখনো নিষ্ক্রিয় রয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

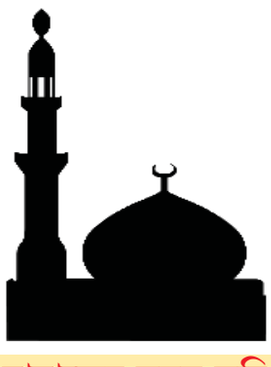

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৮	৪.৫৯
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

দ. কোরিয়ায় ভারি বৃষ্টিতে চারজন নিহত

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভারি বৃষ্টির ফলে কমপক্ষে চারজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রবল বর্ষণে বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন অবকাঠামোর ক্ষতিসহ সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় স্থানীয় সময় বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে।

দ. কোরিয়ার আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য মতে, জিউমসান, চুপুংনিয়ং ও গুমসান, এই তিন এলাকা সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্মুখীন হয়েছে।

নিজেদের তৈরি প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ তুরস্কের

আপনজন ডেস্ক: সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রযুক্তি ও উপাদানে তৈরি যোগাযোগ স্যাটেলাইট তার্কসাত ৬এ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে তুরস্ক। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় স্যাটেলাইটটি।

উৎক্ষেপণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে স্পেসএক্স কোম্পানির তৈরি ফ্যালকন ৯ মডেলের একটি রকেট। স্পেসএক্স মূলত মহাকাশযান এবং মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্ক এই কোম্পানিটির মালিক। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তার্কসাত ৬এর উৎক্ষেপণকে দেশটির জাতীয় স্যাটেলাইট নির্মাণ প্রকল্পের ইতিহাসের ‘নতুন অধ্যায়’ উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘এই স্যাটেলাইটটির মোট উপাদানের ৮১ শতাংশ উপাদান এবং সফটওয়্যার সরবরাহ করেছে তুরস্ক। তার্কসাত ৬এ আমাদের জাতীয় সক্ষমতা ও যোগ্যতার একটি উজ্জ্বল নজির।’ যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তার্কসাত ৬এ-এর কাজ হবে মূলত টেলি যোগাযোগ এবং টেলিভিশন সম্প্রচারে নির্বিঘ্ন করা।

গাজায় বাস্তুচ্যুতদের ক্যাম্পে ইসরায়েলের বর্বর হামলা, নিহত ২৯

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আবারো জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত ২৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার সরকারি মিডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, খান ইউনিসে বাস্তুচ্যুত পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে ইসরায়েলি হামলায় ২৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চলমান যুদ্ধের সময়ে জাতিসংঘ পরিচালিত ওই বিদ্যালয়টি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল।

একটি ভিডিওতে একটি হাসপাতালের মেঝেতে বেশ কয়েকজন শিশুসহ এক ডজনেরও বেশি মৃত ও গুরুতর আহত মানুষ দেখা গেছে।

নাসের হাসপাতালের একটি সূত্র জানিয়েছে,হামলার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং নারী ও শিশুদের মৃত্যু ঘটে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং স্কুলের বাইরে তাঁবুতে থাকা অনেক লোকও আহত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। গত চার দিনে বাস্তুচ্যুত হয়ে স্কুলে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের চতুর্থ হামলা এটি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮৬ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ় ১৪৩১, ৪ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

ডেমোক্রেসি

রিবার রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস বার্ষিক ক্যাথলিক চার্চ কনভেনশনে সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে গণতান্ত্রিক অবস্থা ভালো নাই। আদর্শ এখন প্রলোভনসংকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু মানুষ নিজেদেরকে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো করিয়া তুলিয়াছেন। রূপকথার বংশীবাদক যেমন শিশুদেরকে ভুলাইয়া চুরি করিয়াছে, সেইরূপ কিছু লোক সাধারণ মানুষকে মোহাবিষ্ট করিতেছে এবং আপনি নিজের আত্মপরিচয় ভুলিয়া যাইতেছেন।' তিনি এই পরিস্থিতিকে 'বিভিন্ন জাতির সংকট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি কোনো নির্দিষ্ট দেশের কথা বলেন নাই এবং কিছু লোক বলিতে যে তিনি রাজনীতিবিদদের বুঝাইয়াছেন তাহা পরিষ্কার। পোপ একজন সম্মানিত ধর্মীয় গুরু। পোপ এমন একজন মানুষ, যিনি বাণী দেওয়ার অধিকার রাখেন এবং বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টধর্মই নহে, সকল ধর্মের মানুষই মনোযোগ দিয়া শোনেন। ধর্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান ও ধর্মীয় আচার পালনই তাহার প্রধান কাজ। সাধারণত রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কথা বলেন না; কিন্তু দেশে দেশে গণতন্ত্র যে সংকটে পতিত হইয়াছে তাহা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা জানি না, পোপের এই চিন্তা কেবল তাহার বসবাসের স্থল ইউরোপকে ঘিরিয়া, নাকি উন্নয়নশীল বিশ্বও রহিয়াছে। তবে তিনি ভালো করিয়াই জানেন যে, এই সংকট ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা—সর্বত্রই বিদ্যমান এবং তাহার মাত্রা একেক অঞ্চলে একেক রকম। ইহাও আমাদের ধারণা করিতে দোষ নাই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরে গভীর ক্ষত—সকলটাই তাহার দেখিবার বা জানিবার সুযোগ নাই। যদি দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি কী বলিতেন উহা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রলুব্ধ শুধু সাধারণ জনগণ হইতেছে না, রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল বিভাগ বিক্রয় হইয়া যাইতেছে লোভ, লালসার নিকট। যাহারা অবৈধ উপার্জিত অর্থ দ্বারা কিনিতেছেন, সেই ক্রেতারা শুধু নির্বাচনি ফলাফলেই প্রভাব রাখিতেছেন না, তাহারা ক্ষমতার রশি পাকাইতে পাকাইতে সাধারণ জনগণের জন্য ফাঁসির রজ্জু তৈরি করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহারা যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হইয়াছেন। নির্দোষীকে দোষী আর দোষীকে নির্দোষ করিবার ক্ষমতাও যেন তাহারা পাইয়া গিয়াছেন। যিনি দেশবিরোধী নহেন, তাহাকে দেশবিরোধী আর দেশবিরোধীকে দেশপ্রেমী সাজাইবার লাইসেন্সও তাহারাই যেন হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

উন্নয়নশীল বিশ্বে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাহারা অনেক কিছুই দেখিতে পান না, ঐ ক্রেতারা তাহাদের অনেক কিছুই দেখিতে দেন না। যেন তাহারাই দেশটাকে ইজারা লইয়াছেন। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্র তো দূরস্ত, মানবতারও চরম সংকট ঘনাইয়া আনিতেছে উন্নয়নশীল বিশ্বে। মানুষ একধরনের বন্দিত্ব বোধ করিতেছে। অথচ এই সকল দেশে ঘিকে তৈল আর তৈলকে ঘি বানাইয়া ছাড়িতেছেন যাহারা, তাহাদের কোনো অংশগ্রহণই থাকিবার কথা নহে। এই সংকটের শেষ কোথায় আমরা জানি না। তবে এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হইলে ম্যালথাসের তথ্যই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

ডেমোক্রেসি লইয়া প্লেটো হইতে শুরু করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ এবং মনীষীরা অনেক ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বেনিতো মুসোলিনির কথাই দিনে দিনে সত্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন, গণতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে সুন্দর; কিন্তু বাস্তবে একটি প্রহসন। যদিও আমরা বুঝি মুসোলিনির কথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নহে, কেবল উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য সত্য হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্ভাগ্যই বলা যায়।

নতুন ফ্রান্সের লড়াই সবে শুরু, সামনে কী অপেক্ষা করছে

বামপন্থী দলগুলোর জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হয়েছে। উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএস) ভূমিধস বিজয় তারা ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে। সোশ্যালিস্ট, গ্রিনস, কমিউনিস্টস ও জ্যঁ লুক মেলেনচনের ফ্রান্স আনবোড দলের মধ্যে অতীতে গভীর বিভক্তি ছিল। সেই বিভক্তি মিটিয়ে একটি জোট করা খুব একটা সহজ ছিল না। লিখেছেন **জর্জিওস সামারাস...**

বামপন্থী দলগুলোর জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হয়েছে। উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালির (আরএস) ভূমিধস বিজয় তারা ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে।

সোশ্যালিস্ট, গ্রিনস, কমিউনিস্টস ও জ্যঁ লুক মেলেনচনের ফ্রান্স আনবোড দলের মধ্যে অতীতে গভীর বিভক্তি ছিল। সেই বিভক্তি মিটিয়ে একটি জোট করা খুব একটা সহজ ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী জোটটির রোববারের বিজয় ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। গত মাসে এনএফপি জোট গঠনের পর থেকে তারা মধ্যপন্থী অভিজাত ও উগ্র ডান—দুই শিবিরের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

দুই পক্ষই বামপন্থীদের জোটকে ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের জন্য ভবিষ্যৎ বিপদ বলে আক্রমণ শাণিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের পরিবেশও ছিল এনএফপির জন্য চূড়ান্ত রকম বৈরী। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমে খুব অসম্মানজনকভাবে বলতে চেয়েছে অতি ডান ও অতি বাম দুই শিবিরই রাজনৈতিকভাবে খুব কাছাকাছি। মেরি লো পেন এবং ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টির প্রেসিডেন্ট জরদান বারদেলা গত কয়েক সপ্তাহের নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁদের দলকে নতুন 'মধ্যডানপন্থী' দল হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এনএফপিকে প্রকৃত 'চরমপন্থী' হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন।

বামপন্থী জোটকে বিশেষ করে জ্যঁ লুক মেলেনচনকে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানানোর কারণে তাঁরা অ্যান্টিসেমেটিক বা ইহুদিবিদ্বেষী তকমা দেন তাঁরা। অথচ ন্যাশনাল র‍্যালি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন একজন দাগি অপরাধীর হাত ধরে, যিনি ছিলেন হলোকাস্ট অস্বীকারকারী।

আরএনের বর্ণবাদী ঐতিহ্যকে চুনকাম করার এবং এনএফপিকে অ্যান্টিসেমেটিক হিসেবে তুলে ধরার কাজ এতটাই জোরালোভাবে করা হয়েছে যে ৩০ জুন প্রথম দফা নির্বাচনের পর গণমাধ্যম বলতে শুরু করে বামপন্থীদের বিজয় হলে, সেটা ফ্রান্সের জন্য ক্ষতিকর হবে; বামপন্থীরা আসার চেয়ে উগ্র ডানপন্থী কারও আসা ভালো।

মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশ কিছু ডানঘেঁষা কর্তৃত্ববাদী নীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে মধ্যপন্থা ও ডানপন্থার মধ্যকার ভেদরেখাটা হাপিশ করে দিয়েছিলেন। ফলে মূলধারার দল হিসেবে পার্লামেন্টে ন্যাশনাল র‍্যালির পুনর্বাসনের শর্ত প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মনে হতে শুরু হয়েছিল, ডানপন্থী দলটি অবশেষে ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ নিতে চলেছে।

জরিপে আরএনের পরিষ্কার বিজয়ের পূর্বাভাস সত্ত্বেও ফ্রান্সের ভোটাররা রোববার লো পেনের কট্টর ডানপন্থী আরএনকে প্রত্যাখ্যান করেন।

এনএফপি জোট ১৮২টি আসন পেয়ে প্রথম হয়। মাখোঁর মধ্যপন্থী ও নয়া উদারবাদীদের জোট ১৬৩টি পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। লো পেন ও বরদেলার আরএন মাত্র ১৪৩টি আসন পেয়েছে। তাদের সামনে সরকার গঠনের কোনো বাস্তব পথ নেই।

রোববার মেলেনচন ও তাঁর নতুন মিত্ররা ফ্রান্সজুড়ে যে বিজয় পেয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় বিজয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে বামেদের এবং অর্থপূর্ণ সংস্কার ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রশ্নে তাদের নাছোড় দাবির বিজয় হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, মধ্যপন্থীদের নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত উগ্র ডানপন্থীদের যে উত্থান তৈরি করেছিল, তার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করেছে বামপন্থীদের অ্যাজেন্ডা।

যাহোক, এখনই তাদের বিজয় উদ্‌যাপন করা অকালবোধনের মতো ঘটনা হয়ে যাবে।

কেননা আরএন পার্লামেন্টে ১৪৩-টি আসন নিশ্চিত করেছে। বাম জোট যতটা আসন পেয়েছে, তা দিয়ে নিজেরা একা সরকার গঠন করতে পারবে না।

এর মানে হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হতে যাচ্ছে। আরএন পার্লামেন্টে নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে থাকবে। এটা বিশ্বাস করার সব কটি কারণ আছে যে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোয় আরএন আরও শক্তি নিয়ে লড়াই করবে।

রোববার মেলেনচন ও তাঁর নতুন মিত্ররা ফ্রান্সজুড়ে যে বিজয় পেয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় বিজয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে বামেদের এবং অর্থপূর্ণ সংস্কার ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রশ্নে তাদের নাছোড় দাবির বিজয় হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, মধ্যপন্থীদের নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত উগ্র ডানপন্থীদের যে উত্থান তৈরি করেছিল, তার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করেছে বামপন্থীদের অ্যাজেন্ডা। যাহোক, এখনই তাদের বিজয় উদ্‌যাপন করা অকালবোধনের মতো ঘটনা হয়ে যাবে। কেননা আরএন পার্লামেন্টে ১৪৩-টি আসন নিশ্চিত করেছে। বাম জোট যতটা আসন পেয়েছে, তা দিয়ে নিজেরা একা সরকার গঠন করতে পারবে না। এর মানে হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হতে যাচ্ছে। আরএন পার্লামেন্টে নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে থাকবে। এটা বিশ্বাস করার সব কটি কারণ আছে যে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোয় আরএন আরও শক্তি নিয়ে লড়াই করবে।

এসব সত্ত্বেও বাম জোট এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও হারানো সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সের ভোটাররা এটা স্পষ্ট করেছেন যে তারা মাখোঁর মধ্যপন্থা ও মতাদর্শগত অস্পষ্ট শাসনে ক্লান্ত। অর্থনীতিকে ঠিক পথে আনতে মাখোঁও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর কর্তৃত্ববাদী নীতি উগ্র ডানপন্থাকে স্বাভাবিক একটা বিষয়ে পরিণত করেছে। তার ফলে ফ্রান্সের অনেক ভোটার আরএনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এখন ভোটাররা আরএনকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে বাম জোটের সামনে তাদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের বাস্তব একটা সুযোগ এসেছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করে নতুন একটা ফ্রান্সের পথ তৈরির সুযোগ তাদের সামনে এসেছে।

পরিবেশের যত্ন এবং ফ্রান্সের জনগণের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে এমন একটা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সুযোগ তাদের সামনে এসেছে।

এনএফপি জোট যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার মধ্যে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, অবসরের সময় ৬৪ বছর থেকে কমিয়ে ৬০ করা, পাঁচ পাঁচ বছরের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে ১০ লাখ গৃহনির্মাণ এবং খাদ্য, জ্বালানি ও গ্যাসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা।

জোটটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শিশুদের সব শিক্ষাব্যয় (খাদ্য, পরিবহন ও কারিকুলামবহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম) রাষ্ট্র নির্বাহ করবে। আর এ ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে ধনীদের ওপর আরও কর বসিয়ে।

বামপন্থী জোট ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে। এসব উচ্চাভিলাষী অ্যাজেন্ডার বাস্তবায়ন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। তারা অতি ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি পাল্টা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

তারা এমন একটা দেশে বামপন্থী ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ দেখাতে পারে যে দেশটিকে খুব জরুরিভাবে মাখোঁর নয়া উদারপন্থা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।

জর্জিওস সামারাস কিংস কলেজ লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিসি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

মোদি ও পুতিনের মধ্যে অস্ত্র আলোচনার নেপথ্যে কী

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ

রাশিয়ায় দুই দিনের দ্বিপক্ষীয় সফর করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করাই এ সফরের মূল লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালে মোদির এই রাশিয়া সফর ভালো চোখে দেখছে না পশ্চিমারা। তৃতীয় মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথম বিদেশসফর হিসেবে তিনি বেছে নিলেন রাশিয়াকেই; কিন্তু কেন? এর পেছনে রয়েছে দুই দেশের প্রতিরক্ষার বিষয়টি। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের মোদি ও রাশিয়ার পুতিনের মধ্যে অস্ত্র আলোচনার পেছনে কী রয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটু পেছনে ফিরতে হবে। প্রতিরক্ষা খাতে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা অনেক পুরোনো। ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে রাশিয়া। তবে মোদির এবারের রাশিয়া সফরে দুই দেশের মধ্যে নতুন কোন অস্ত্র চুক্তি হয়েছে, তার বিস্তারিত এখনো সামনে আসেনি। এটা সহজেই বোঝা যায়, ইউক্রেন যুদ্ধে রসদ হিসেবে রাশিয়ার অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজন। মোদি রাশিয়াকে দেশটির শিল্প খাতের সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। এর বিনিময়ে তিনি জ্বালানি ও সামরিক প্রযুক্তি নিতে পারেন। রাশিয়াকে ভারত সমর্থন দিতে পারে। বিষয়টি বাস্তবসম্মত। তবে রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টাকে ভারত প্রকাশ্যে সমর্থন করার পথে পা বাড়াবে না।

গত দশক থেকেই নিজস্ব সামরিক-শিল্পকারখানা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করেছে ভারত। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের বলছে, 'মেড ইন ইন্ডিয়া' তাদের অগ্রাধিকার। এ ছাড়া রাশিয়া বা অন্য যেকোনো দেশের সঙ্গে চুক্তিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর কাছে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেয় ভারত; কিন্তু ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সাঁজোয়া ডিভিশন এখনো রাশিয়ার অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। তাদের ৩ হাজার ৭৪০টি ট্যাংকের ৯৭ শতাংশ রাশিয়ার তৈরি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত তাদের প্রতিরক্ষা ক্রয় বহুমুখী করার চেষ্টা করছে। তবে রুশ কোম্পানিগুলো এখনো ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পকে দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠতে সহায়তা চালিয়ে যাচ্ছে। মোদির মস্কো সফরের আগে রুশ রাষ্ট্রীয় রপ্তানি প্রতিষ্ঠান রসটেক টি-৯০ ট্যাংকের জন্য ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছে। দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে, ব্রাহমোস সুপারসনিক অ্যান্টিশিপ ক্ষেপণাস্ত্রটির কথা তুলে ধরা যায়। এটি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যৌথভাবে ভারতীয় ও রুশ প্রকৌশলীরা নকশা করেছিলেন এবং তা ২০০১ সালে প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল। ব্রাহমোস মূলত ব্রহ্মপুত্র নদ ও মস্কোভা নদীর নাম থেকে এসেছে। এটি দুই দেশের সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরে। এই ক্ষেপণাস্ত্র শক্তিশালী ও দ্রুতগতির। এটি শব্দের তিন গুণ বেশি গতিতে ছুটতে পারে এবং ওয়্যারহেডে ৩০০ কেজি পর্যন্ত ভর বহন করতে পারে। এ ছাড়া এ ক্ষেপণাস্ত্র অনেকটাই নিখুঁতভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম।

রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে সেনাবাহিনীর জন্য ৩৫ হাজার কালাশনিকভ একে-২০৩ অ্যাসল্ট রাইফেল তৈরি করেছে ভারত। এর বাইরে সুখোই-৩০ এমকেআই চতুর্থ প্রজন্মের ফাইটার জেট তৈরি ও মিগ-২৯-এর রক্ষণাবেক্ষণেও দুই দেশ একত্রে কাজ করে। এর বাইরে দুই দেশ কনক্রাস অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল তৈরিতেও কাজ করেছে।

পুতিন-মোদির আলোচনার বিষয় রাশিয়া থেকে স্বল্পমূল্যে এক বছর ধরে জ্বালানি কিনছে ভারত। এটাই ভারতের অর্থনীতিকে এগিয়ে দিচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে স্বল্পমূল্যে পেট্রোলিয়াম বিক্রির বিষয়টি। মস্কোর সঙ্গে আলোচনায় ভারতের এবারের তালিকায় পারমাণবিক জ্বালানির বিষয়টিও থাকছে। ভারতের বেশ কিছু পারমাণবিক চুল্লি রাশিয়ার তৈরি। এর বাইরে ভারতের জন্য রুশ ভাসমান ও সামুদ্রিক পারমাণবিক চুল্লি—উভয়ই কেনার জন্য আলোচনা চলছে, যা দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য উপযোগী হতে পারে। এর বাইরে সাবমেরিন ও বড় আকারের দীর্ঘপাল্লার নৌযানগুলোর জন্যও উপযোগী হতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র কোথায় পাবে রাশিয়া? এরও উত্তর সহজ। রাশিয়া এর জন্য মিত্রদেশগুলোর দিকে হাত বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়া সফর করেছেন পুতিন। দেশটির সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিও করেছেন তিনি। ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য মস্কোর সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমাগত কামান ও সব ধরনের ট্যাংক-গোলাবারুদের চাহিদা পূরণ করতে মরিয়া।

রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী প্রতিদিন আট হাজার গুলি করে, যার প্রতিটির দাম গড়ে চার হাজার ডলার। ইউক্রেন যুদ্ধে জিততে প্রতিদিন গড়ে রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ৩ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার খরচ করছে। ফলে রাশিয়ার অর্থনীতি এখন যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে রূপ নিয়েছে। এ জন্য পুতিনকে উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মতো দেশের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে। দুটি দেশই রাশিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিস্থিতির কারণে রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই দেশকেই এখন নতুন সহযোগী খুঁজতে হচ্ছে, যাতে স্থবির যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়ে তারা সামনে এগোতে পারে। রাশিয়া আশা করছে, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনামের পাশাপাশি ভারতের শিল্প খাত তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে পারবে, যাতে তারা ইউক্রেনকে হারাতে পারে।

প্রথম নজর

‘কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন প্রকল্পের’ সূচনা যুগদিয়া গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: পরিবেশ দূষণ রুখতে ‘কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন প্রকল্পের’ শুভ উদ্বোধন হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বুধবার জেলার ২৪টি ব্লকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন হয়, পাথরপ্রতিমায় এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক। মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন ও ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সন্দীপ দাস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন বলেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ও মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক অনুদানে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ও গৃহস্থের অপ্রয়োজনীয় নোংরা আবর্জনা প্লাস্টিক’ পরবর্তীতে ‘পচনশীল জিনিসপত্র’ পঞ্চায়েতের ভিসিটি কর্মীরা একত্রিত করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রাসায়নিক সার তৈরি করা হবে তার ফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি চাষের কাজে লাগানো যাবে এই জৈব সার। মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সন্দীপ দাস বলেন, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ একত্রিত করে রাসায়নিক সার উৎপাদন করা যাতে ওই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশ দূষণ না করতে পারে এটা আমাদের মূল লক্ষ্য। উপস্থিত ছিলেন যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিমাংশু সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হামিদা মন্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য হাসিবুর রহমান সহ অন্যান্য সদস্যরা।

ভগবানগোলা স্টেশনে টিকিট সংরক্ষণ নিয়ে বিক্ষোভ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের টিকিট। অথচ বাড়তি টাকা গুনলেই ওই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার সকালে ভগবানগোলা রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখালেন সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটতে আসা কয়েকশো যাত্রী। যদিও স্টেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘সংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসত্য। পুরনো মেশিনের কারণে কিছু যান্ত্রিক সমস্যা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।’

উল্লেখ্য, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২ ব্লকের পাশাপাশি লালগোলা ব্লকের এক বৃহৎ অংশের মানুষ রেল যোগাযোগের জন্য ভগবানগোলা রেলস্টেশনের উপর নির্ভরশীল। এইসব এলাকার অধিকাংশ যাত্রীই রাজ্যের বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যান। ঈদ শেষে আবারো ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বিভিন্ন এলাকার মানুষজন সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটতে ভগবানগোলা রেল স্টেশনে মঙ্গলবার রাত থেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। অভিযোগ সারারাত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও টিকিট পাওয়া যায়নি সকালে। এই বিষয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষ আগে থেকে কিছুই জানায়নি বা কোনরকম নোটিশ ঝোলানো হয়নি রেলের তরফ থেকে। বুধবার সকাল ন’টা নাগাদ টিকিট কাউন্টার থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভগবানগোলা স্টেশনে সংরক্ষিত আসনের টিকিট দেওয়া সম্ভব হবে না। আর এতেই রাত থেকে লাইনে দাঁড়ানো মানুষজন রাগে ফুঁসতে থাকে। কিছু যাত্রী অভিযোগ করেন, ‘ট্রেনের সংরক্ষিত টিকিট নিয়ে অনিয়ম হচ্ছে। মুখে বলা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে টিকিট দিতে পারছি না, অথচ অনেকেই বাড়তি টাকা দিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট কাটছে। একশ্রেণীর রেল কর্মীর মদতে দালালচক্র সক্রিয় রয়েছে। রেল কর্মীদের কাছ থেকে বকশিশ দিয়ে টিকিট কেটে পরে যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করছে তারা।’ ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে বহরমপুর জিআরপি থানার পুলিশ, ভগবানগোলা থানার পুলিশ এবং আরপিএফ এসে উত্তেজনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তৃণমূল সমর্থকদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার রানঘাট দক্ষিণ বিধানসভা ১৭২ নম্বর বুথের রায়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে বাইরে রাস্তায় তৃণমূল দলের ক্যাম্পে কেন্দ্র বাহিনী মারধর করা অভিযোগ কেন্দ্র বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী কেন্দ্র বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন ।স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা কেন্দ্র বাহিনী ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।বাসিন্দাদ মিন্ট চক্রবর্তী বলেন, ভোট কেন্দ্রে অনেক দূরে রাস্তা উপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাজার মানুষ জন কেন্দ্র বাহিনী অবৈধভাবে আমাদের উপরে লাঠিচার্জ করে ঘটনার জেরে আহত দশজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী।কেন্দ্র বাহিনী মহিলারা বিক্ষোভ দেখায় এবং বিজেপির দালাল বলে চিৎকার করে।স্থানীয় মহিলা তৃণমূল কর্মী রাখি দত্ত জানান,সুস্থ মানুষকে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যায় বিজেপি কর্মীরা তখন তৃণমূল কর্মীরা বাধাদেয় এবং সুস্থ মানুষ নিজেই ভোট দিতে পারবে বলে জানায়।বিজেপি নেতা কেন্দ্র বাহিনী সঙ্গে কথা বলে তার পরে কেন্দ্র বাহিনী লাঠিচার্জ মহিলা উপরে।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আহত তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন রানাঘাট দক্ষিণে উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর বলেন, বিষয়টা নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে কেন্দ্র বাহিনী তৃণমূল কর্মীদের উপরে লাঠিচার্জ করেছে অবৈধভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্র বাহিনী লাঠিচার্জ করছে বিজেপি নেতা কথায় এলাকায় উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাঁকরাইলে ২১শে জুলাই-এর প্রস্তুতি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সদ্য মিটে যাওয়া ২৪-শের লোকসভা ভোটে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি আসনেই ঘাসফুল ফুটেছে রাজ্যে।বুধবার হাওড়া গ্রামীণ জেলার সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে অমর ২১শে জুলাই-এর শহিদ স্মরণ উদ্দেশ্যে ধর্মতলা চলো-র প্রস্তুতি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সাঁকরাইল কেন্দ্রের বিধায়ক প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি অরুপেশ ভট্টাচার্য,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্পের সূচনা পাথরপ্রতিমায়

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: পাথর প্রতিমায় এস এল ডব্লিউ এম উদ্বোধন এসে স্কুলে গাছের চারা বসালেন জেলাশাসক সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি। ওবাইদুল্লালস্কর,পাথরপ্রতিমা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকে পূর্ণ চন্দ্রপুর শ্রী নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগর এলাকায় এস এল ডব্লিউ এম (সয়েল লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) প্রোজেক্টের শুভ উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশমতো রাজ্যের প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন প্রকল্পের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধন হচ্ছে। যেখানে অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ তুলে এনে জৈব সার তৈরি হবে, এবং সেই জৈব সার বিক্রি করে এলাকার মানুষজন স্বাবলম্বী হবে।

কৃমি সচেতনতা দিবস পালিত উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কৃমি সচেতনতা দিবসে চাষী ভাইদের সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রতিবছরের মতো এবারও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে পালিত হল কৃমি সচেতনতা দিবস। গত ৭ জুলাই রবিবার জলপাইগুড়ি কৃষি ভবনে চাষী ভাইদের নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী সহ কৃষি আধিকারিকরা।

১৯তম এই কৃমি সচেতনতা দিবসে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর শান্তনু ঝা, সচিব, এ এ পি পি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. শিবির কুমার লাহা, অধ্যাপক চম্পক কুমার কুন্ডু, অধ্যাপক মতিয়ার রহমান খান, অধ্যাপক কমল কুমার মন্ডল, ড.সুজিত কুমার রায়, মি. গোপাল সাহা, মি. সঞ্জীব দাস, ড. পাপিয়া ভট্টাচার্য, ড. মাহফুজ আহমেদ, ড. ভিক্টর ফানি, ড ইন্দ্রানী দানা, ড শামিমূল ইসলাম, ড মলয় কুমার ভৌমিক এবং আরো অনেকে। এই সচেতনতা দিবসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃমির পরিচিতি, মানুষ, গৃহপালিত পশু ও শস্যের কৃমি সংক্রমণ এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা । এই সচেতনতা দিবস ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর পালিত হয়। এ বছর উত্তরবঙ্গের জেলা বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকদের জন্য আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষন শিবিরে প্রায় ১৩০ জন কৃষক, চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষক সংগঠন, কৃষি সামগ্রী বিক্রেতা এবং স্থানীয় কৃষি আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন। ড. মাহফুজ আহমেদ, কৃষি আধিকারিক এই প্রোগ্রামের স্থানীয় আহ্বাহক ছিলেন। মুখ্য বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ঝা।

১৫ ঘণ্টায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত দুই ব্যক্তি

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনে বুধবার সকাল ৯:১২ মিনিটে ০৩১৯৪ ডাউন লালগোলা কলকাতা মেমু ট্রেনের তলায় কাঁটা পড়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে এই দূর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। মৃতের নাম আব্দুল হামিদ শেখ। তার বাড়ি রানিতলা থানার ভান্ডারা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, দু’দিন আগে বহরমপুরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তার ছেলের অস্ত্রোপচার হয়। তাকে দেখতে বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ওই ব্যাক্তি, তার স্ত্রী এবং দুই ছেলের বউ।

স্ত্রী এবং দুই ছেলের বউ ট্রেনে উঠলেও তিনি উঠতে পারেননি। সকাল ৯:০৯ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার কথা থাকলেও ৯:১২ মিনিটে ট্রেন চলতে শুরু করে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফসকে ট্রেনের তলায় পড়ে যান ওই ব্যক্তি। ট্রেনের চাকায় কাঁটা পড়ে মৃত্যু হয় তার।

এই ঘটনার ১৫ ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি একই স্থানে ট্রেন থেকে হাত ফসকে রেল লাইনে পড়ে যান। ট্রেনের চাকায় তার শরীর কয়েক টুকরো হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। মৃতদেহ দুটি বহরমপুর জিআরপি থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হতেই ফের উচ্ছেদ অভিযান রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: হকার উচ্ছেদের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র ও ফুটপাত ব্যাবসায়ীরা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীপ পৌরসভা এলাকার রাস্তাঘাট পরিষ্কার তথা যানজট নিরসনে হকার উচ্ছেদের বার্তা আসতেই রাজ্য ব্যাপী পৌরসভা কতৃপক্ষ হকার উচ্ছেদ অভিযানে নেমে পড়েন।যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম।উচ্ছেদ অভিযানে গিয়ে কোথাও কোথাও বাধা বিপত্তি থেকে ক্ষোভ বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।এনিয়ে ভাবনাচিন্তা তথা আলোচনাও শুরু হয় বিভিন্ন স্তরে।কোনো কোনো পৌরসভা হকার উচ্ছেদের আগাম সতর্কবার্তা দেন যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হকাররা যেন নিজে থেকেই সরে যায়।রামপুরহাট পৌরসভা কতৃক ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হতেই বুলডোজার নিয়ে ফের বুধবার উচ্ছেদ অভিযানে নেমে পড়েন। আনুমানিক দশদিন আগে থেকেই বুলডোজারের আতঙ্কে আতঙ্কিত ছিল রামপুরহাট শহরবাসী। একটাই ভয় সকাল হলেই ভেঙে দেবে তাদের রুটি রোজকারের একমাত্র সাধন ক্ষেত্র। গতকাল বীরভূমের রেলের জায়গায় বসবাসকারী ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের উঠে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। এর আগেও তাদের অনেকবার উঠে যাওয়া নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আজ ছিল তার শেষ দিন। সেইমতো রেলের উচ্চ আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসন সকালেই উপস্থিত হন বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভার ১৪নম্বর ওয়ার্ডের সবজি বাজার এলাকায় জেসিপি মেশিন নিয়ে। তারই প্রতিবাদে পথে নামেন ফুটপাত ব্যবসায়ী উচ্ছেদ বিরোধী যৌথ মঞ্চ। তাদের দাবি অবিলম্বে পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করতে হবে। এরপরে দোকান উচ্ছেদ করলে তাতে কোন আপত্তি থাকবে না। এ সময় রেল পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়। বলপূর্বক হকারদের সরিয়ে পরপর দোকান ভাঙ্গা শুরু হয়।এবিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিলটন রসিদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন বিজেপি ও তৃনমূল টাকার এপিট ওপিট।দিদি মোদী একসাথে সেটিং করে রামপুরহাটে বুলডোজার চালাচ্ছে।

অস্ত্রোপচারে শিশুর মাথায় বিদ্ধ আস্ত সূচ বের হল

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: আচমকা এক বছর সাত বয়সের শিশুর মাথায় আস্ত একটি সুঁচ বিদ্ধ হয় গিয়েছিল। চিকিৎসকদের চেষ্টায় অবশেষে পরিত্রাণ মেলে।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের পোলের মোড় এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় ঘুমাতে গিয়েছিল বছর সাত বয়সের ইজাজ ঘরামী।বিছানার উপর জরির কাজ করা সুচ পড়ে ছিল। ঘুমানোর সময় আচমকা সুঁচটি ওই শিশুর মাথার পিছনে বিদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। পরিবারের লোকজন রাতেই চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে পরিবারের লোকজন রাতেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে চিকিৎসকদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ওই শিশুর মাথায় জরুরী ভাবে অপারেশন করা হয়।

সাদিখান দেয়ার অঞ্চলে ২১ শের প্রস্তুতি সভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা সাদিখান দেয়ার অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। আগামী একুশে জুলাইয়ের শহীদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মোশারফ হোসেনের নির্দেশে সাদিখান দেয়ার অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি মুরাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে ব্লক সভাপতি সহ অঞ্চল যুব নেতৃতদে উপস্থিতে কয়েক শো যুব কর্মীদের নিয়ে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় সাদিখান দেয়ার অঞ্চল দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে।অঞ্চল থেকে বেশি যুব কর্মীদের নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন অঞ্চল যুব সভাপতি ও ব্লক সভাপতি।এদিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন,অঞ্চল যুব সভাপতি মুরাদ মন্ডল,সাধারণ সম্পাদক মোমিন মোল্লা সহ অঞ্চলের একাধিক যুব নেতৃত্বরা। ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন লিলুয়া বলেন রাজ্য ও জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতির নির্দেশে ব্লকের সাদিখান দেয়ার থেকে শুরু হল ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা।

ছাত্র মৃত্যু ঘিরে কচড়া বিদ্যালয়ে উত্তেজনা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের অন্তর্গত কচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। বুধবার এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতির স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম অভিজিৎ সরকার (১২)। সে ঐ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তো। এদিন মিড-ডে মিলের খাবার নিতে গিয়ে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন ষষ্ঠ শ্রেণীর ওই পড়ুয়া। বিষয়টি অন্যান্য পড়ুয়াদের নজরে আসতেই অসুস্থ ছাত্রকে উদ্ধার করে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় ছাত্রের পরিবারকে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে ওই ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে ওই ছাত্রকে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। গ্রামবাসী ও মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সঠিক সময়ে অসুস্থ ওই ছাত্রকে হাসপাতালে না নিয়ে যাবার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। এমন অভিযোগ তুলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মারধর করার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। বিদ্যালয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি শিক্ষকদের মোটরবাইকে ভাঙচুর চালানো হয়।

নিউ টাউনে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করল হিডকো কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট

আপনজন: নিউটাউনে বেআইনি দোকান উচ্ছেদ অভিযান চালায় হিডকো আধিকারিকরা। বুধবার সন্ধ্যায় এই অভিযানে রয়েছে নিউটাউন থানার পুলিশ। জেসিবি দিয়ে দোকান ভাঙা হয়।বুধবার সন্ধ্যায় নিউটাউন একশন এরিয়া ওয়ানের গোল বিল্ডিং এর সামনে থেকে রাস্তা এবং ফুটপাথ দখল করে যে সমস্ত দোকান ছিল সেগুলো এন কে ডি এ কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয়। নিউটাউন থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে ফুটপাথ এবং রাস্তা দখল মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই অভিযানে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ থাকায় কোন আপত্তিকর ঘটনা ঘটে নি। জানা গেছে নিউ টাউন এর অন্যান্য প্রান্তেও যে সকল বেআইনি দোকান ঘর আছে সেগুলিকেও হঠিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, আড়িয়াদহর ভাইরাল ভিডিও কান্ডে গ্রেফতার ছয়। সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানালেন বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলক রাজোরিয়া।মা ও ছেলেকে মারধরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই উত্তাল কামারহাটির আরিয়াদহ। তার মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছে ভাইরাল ভিডিও। হাড়হিম করা সেই ভিডিও হার মানায় বর্বতাকে।

রায়গঞ্জের ১৪১ নং বুথে ইভিএমে ত্রুটি, কিছুক্ষণ বন্ধ থাকল ভোটগ্রহণ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে ১৪১ নং বুথে ভোটদান প্রক্রিয়া স্থগিত হয়েছে। ইভিএম মেশিনের ত্রুটির কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভোটাররা দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু ইভিএম মেশিনের সমস্যা সমাধান না হওয়ায় তারা হতাশ হয়েছেন। সকালে ভোট শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইভিএম মেশিনে ত্রুটি ধরা পড়ে। কর্মকর্তারা ত্রুটি সমাধানের চেষ্টা করলেও এখনও পর্যন্ত ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। ভোটার জানান অপেক্ষারত ভোটাররা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, যা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের সূত্রে খবর প্রশাসন দ্রুত ইভিএম মেশিন প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ভোটদান প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কর্মকর্তারা ভোটারদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। রায়গঞ্জের ১৪১ নং বুথে ইভিএম ত্রুটির কারণে ভোট প্রক্রিয়া স্থগিত হওয়া পরিস্থিতি নিয়ে সকলের নজর এখন প্রশাসনের দিকে, কবে এই সমস্যা সমাধান করা হবে।

দাওয়াত

الدعوة

- পবিত্র আশুরার শিক্ষা
- মুহাররম মাস প্রসঙ্গে মহানবী সা. যা বলেছেন
- আশুরার দিন মহানবী সা. যেসব আমল করতেন
- আশুরার রোজার ফজিলত

পবিত্র আশুরার শিক্ষা

সাইয়্যেদ আহমাদুল্লাহ্

হিজরি সনের প্রথম মাস হচ্ছে–মুহাররম। আর মুহাররমের ১০ তারিখ হলো ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল ফজিলতপূর্ণ দিন পবিত্র আশুরা। 'মুহাররম' শব্দের অর্থ সম্মানিত। ইসলামের ইতিহাসে এই মাসটি কতগুলো ঘটনার জন্য উল্লেখযোগ্য এবং স্মৃতিবিজড়িত। স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা এবং মর্যাদার কারণেই মুহাররম মাসের গুরুত্ব অত্যধিক। কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–'আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে গণনায় মাসসমূহের সংখ্যা ১২টি, যা আল্লাহর কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার মধ্যে চারটি মাস (রজব, জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম) সম্মানের। এটা হলো সুপ্রতিষ্ঠিত দিন।' (সুরা তাওবাহ, আয়াত ৩৬)।

সম্মানিত এই চার মাস সম্পর্কে বান্দাকে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–'ফালা তাজলিমু ফিহিন্না আনফুসাকুম' অর্থাৎ এই সম্মানিত মাসসমূহে তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম কোরো না। হজরত ইবনে আব্বাস (রাজি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সব মাসেই জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। তবে বিশেষভাবে হারামকৃত এই চার মাসে জুলুম-পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইসলামি পঞ্জিকা অনুযায়ী মুহাররমের ১০ তারিখ হচ্ছে পবিত্র আশুরা। এ দিনটিকে আল্লাহ বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল এই দিনকে বলা হয় পৃথিবীর আদি-অন্তের দিন। অর্থাৎ এই দিনেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, আবার এই দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এই দিনটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে মুসলমানদের জন্য এই দিনে রোজা রাখা ফরজ ছিল। এরপর যখন হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রমজানের রোজা ফরজ হলো তখন এই আশুরার ১০ তারিখের রোজাটি আমাদের জন্য নফল হয়ে যায়। এই ১০ মুহাররমের সঙ্গে মিলিয়ে নবি করিম (স.) আমাদের আরেকটি রোজা পালন করার নির্দেশ করেন। মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ আমরা নফল রোজা পালন করে থাকি। মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, নবি করিম (স.) বলেন–'আশুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কাছে আমি আশাবাদী, আল্লাহ এ রোজা পালনের ফলে এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

যে ঘটনাগুলোর কারণে আশুরা তাৎপর্যময় এবং মুসলমানদের জন্য বিশেষ শোকের নিদর্শন হয়ে আছে সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে–(১) আশুরার দিনে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এই দিনেই তিনি কেয়ামত ঘটাবেন। (২) আশুরার দিনে হজরত আদম (আ.) বেহেশত থেকে দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছিলেন। আবার এই দিনেই আল্লাহ পাক আদম (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন, এই দিনে আরাফাতের ময়দানে হওয়া (আ.)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। (৩) হজরত নুহ (আ.)-এর জাতির লোকজন আল্লাহর গজব মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর আশুরার এই দিনে নৌকা থেকে ইমানদারদের নিয়ে জমিনে অবতরণ করেন। (৪) হজরত ইবরাহীম (আ.) নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ৪০ দিন পর আশুরার এই দিনে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। (৫) হজরত আইয়ুব (আ.) ১৮ বছর কঠিন রোগ ভোগ করার পর আশুরার এই দিনে আল্লাহর রহমতে সুস্থতা লাভ করেন। (৬) হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) তার সৎ-ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর মিশরে গিয়ে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেছিলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর পর আশুরার এই দিনে তার পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। (৭) হজরত ইউনুস (আ.) আশুরার এই দিনে ৪০ দিন পর মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। (৮) আশুরার এই দিনে আল্লাহ হজরত মুসাকে (আ.) ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, আর ফেরাউন ও তার দলবলকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। (৯) হজরত ঈসা (আ.)-এর জাতির লোকেরা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে আশুরার এই দিনে আল্লাহ তাআলা তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন। (১০) আশুরার এই দিনে ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে নবি করিম (স.)-এর কলিজার টুকরা আদরের নাতি ইমাম হুসাইন রাজি. অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন।

আর কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনা ১০ মুহাররম সংঘটিত হওয়ার কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ দিনটিকে স্মরণ করে নবি পরিবারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা জাগ্রত হয়ে থাকে। ইমাম হুসাইন (রাজি.) আমাদের জন্য যে সত্যের শিক্ষা রেখে গেছেন তা দিয়ে পথ চলার প্রেরণা পেয়ে থাকি। কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হচ্ছে–মুসলমানদের বড় শক্তি হচ্ছে তাদের মজবুত ইমান। তাই আমাদের ইমানি চেতনায় বলীয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধ থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন রাজি. সপরিবারে আত্মত্যাগ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যে, মস্তক আল্লাহর কাছে নত হয়েছে, সে মস্তক কখনো বাতিলের কাছে নত হতে পারে না। আল্লাহর পথে অটল থাকতে মুমিনরা কখনো তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। তাই আজকের মুসলমানরা সব অন্যায়ের ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারলেই ইমাম হুসাইন (রাজি.)-এর ত্যাগ সার্থক হবে; এটাই কারবালার শিক্ষা। সর্বোপরি আমাদেরকে নবি করিম (স.)-এর আখলাক, তার আদর্শ ধারণ করতে হবে। 'আহলে বাইত' তথা নবি পরিবারের প্রতি হৃদয়ের গভীর

আশুরা কেন বিশেষ একটি দিন

বিশেষ প্রতিবেদন

মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহ ১০ মুহাররম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি আরম্ভ করেন। আবার ওই একই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়, নুহ (আ.)-এর নৌকা মহাপ্লাবনের পর মাটি স্পর্শ করে, ইব্রাহিম (আ.) নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্ত হন, লুত (আ.)-এর শহর ধ্বংস হয়, ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে মিলিত হন, ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে তিন দিন ও তিন রাত পর মুক্তি লাভ করেন। দিনটি মুসলিম বিশ্বে শোকের দিন হিসেবে পালিত হয়। মহানবী সা.-এর দৌহিত্র এবং হজরত আলী (রা.)-র জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর সঙ্গে মুয়াবিয়ার এই মর্মে সন্ধি হয়েছিল যে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর হাসান (রা.)-এর ছোট ভাই ইমাম হোসেন (রা.) খলিফা হবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। ৬০ হিজরির ৯ মুহাররম ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রা.) সপরিবার ইয়াজিদ বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হন। শেষে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধে ইমাম হোসেন (রা.) এবং পরিবারের প্রায় সব পুরুষ শাহাদাতবরণ করেন। হোসেন (রা.)-কে হত্যা করে সিমার তাঁর কর্তিত শির দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে উপহার দিতে নিয়ে যায়।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার স্মরণে ১০ মুহাররম দিনটি মুসলিম বিশ্বে প্রতিবছর শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। কারবালার এই বিয়োগান্ত ঘটনার আগে অবশ্য ১০ মুহাররম দিনটি আনন্দের দিন হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ, বেশ কয়েকটি শুভ ঘটনার স্মৃতি এদিনের সঙ্গে জড়িত। হজরত মুসা (আ.) ফেরাউনের জুলুম থেকে এদিনে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে। ইব্রাহিম (আ.) নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে এদিনে মুক্তি পান। এমন অনেক তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটেছিল এই দিনে।

মুসলমান নর-নারীরা অনেকেই আশুরা উপলক্ষে রোজা রাখেন। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় মীর মশাররফ হোসেন তিন খণ্ডে তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

মুহাররম যে কারণে 'আল্লাহর মাস'

বিশেষ প্রতিবেদন

হিজরি সনের প্রথম মাস মুহাররম। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত চার সম্মানিত মাসের একটি। হাদিসে এ মাসের বড় মর্যাদার কথা এসেছে। এ মাসের ১০ তারিখকে বলা হয় আশুরা। এটি ইসলামের ইতিহাসে ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় একটি দিন। এর কারণে মুহাররম মাসের ফজিলত বেড়েছে বহুগুণে। রমজানের পর হিজরি সনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মাস এটি। এই মাসকে মহানবী সা. 'আল্লাহর মাস' আখ্যা দিয়েছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)।' (মুসলিম)

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সব মাসই তো আল্লাহর। মুহাররমকে বিশেষভাবে আল্লাহর মাস বলার কারণ কী? এর জবাবে বলা হয়, এই মাসের বিশেষ ফজিলত বোঝাতেই মূলত একে আল্লাহর মাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাররম মাসের রোজা রমজানের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহর মাস বলার এটিও একটি কারণ। মুহাররম মাসের রোজার মধ্যে আশুরার রোজার ফজিলত আরও বেশি। আশুরার রোজার ফজিলত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল সা.-কে রমজান ও আশুরার দিন যেমন গুরুত্ব দিয়ে রোজা রাখতে দেখেছি, অন্য সময় তা দেখিনি।' (বুখারি)

অন্য এক হাদিসে এই মাসে তওবা কবুল হওয়ার কথাও এসেছে। রাসুল সা. বলেছেন, 'রমজানের পর যদি তুমি রোজা রাখতে চাও, তবে মুহাররম মাসে রাখো। কারণ এটি আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন একটি দিন আছে, যে দিনে আল্লাহ তাআলা একটি জাতির তওবা কবুল করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্য জাতিগুলোর তওবা কবুল করবেন।' (তিরমিজি)

আশুরার দিন মহানবী সা. যেসব আমল করতেন

জাওয়াদ তাহের

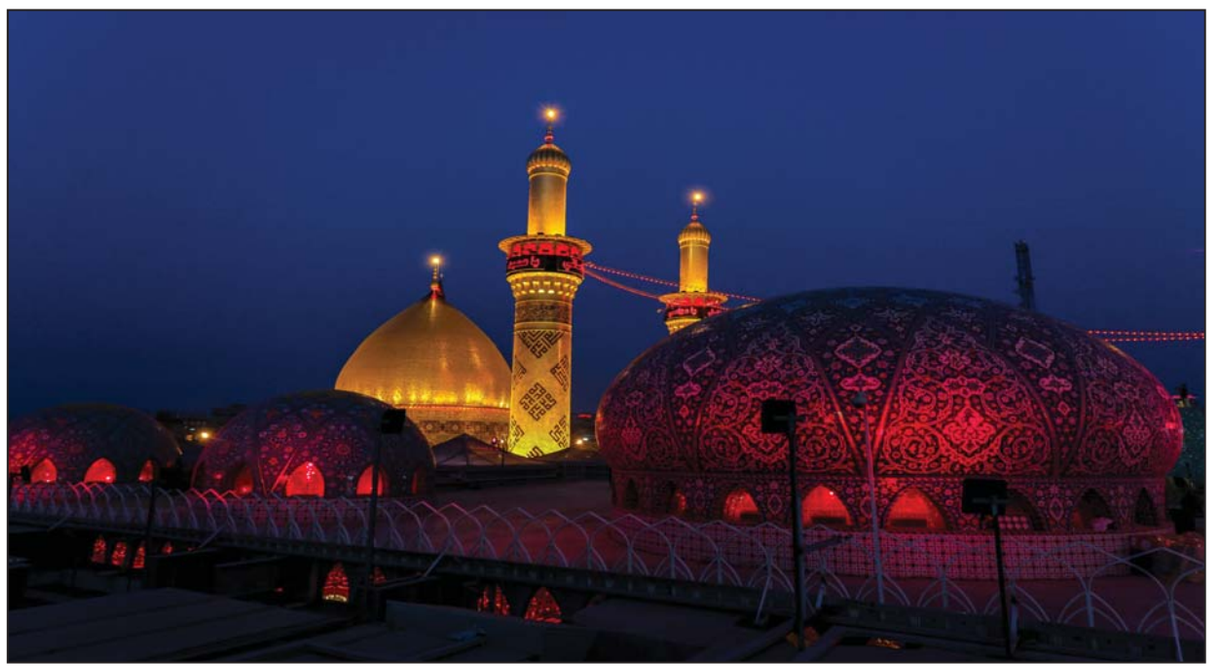

আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য বিশেষ কিছু সময় ও মৌসুম দিয়েছেন যে সময়ে বান্দা অধিক ইবাদত ও ভালো কাজ করে সহজেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। মুমিনের জন্য এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত। অতীতে ঘটে যাওয়া ছোট-বড় গুনাহসমূহ মার্জনা করানোর সুবর্ণ সুযোগ বটে। এই বরকতময় সময়ের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, 'মুহাররম ও আশুরা'।

নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

বরকতময় মাস

আরবি মাস হিসেবে প্রথম মাস 'মুহাররম'। এই মাসকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যে চার মাসকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন তার মধ্যে মুহাররম অন্যতম।

আল্লাহ বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) মাসের সংখ্যা ১২টি, সেই দিন থেকে, যেদিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৬)

আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, ... বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। জিলকদ, জিলহজ ও মুহররম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব, যা জুমাদাল আখিরা ও শাবান মাসের মাঝে অবস্থিত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১৯৭)

অন্য হাদিসে এসেছে, (রমজানের পর) শ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে আল্লাহর মাস, যাকে তোমরা মুহাররম বলে থাকো। (সুনানে কুবরা, হাদিস : ৪২১৬)

এ মাসের রোজা

রোজার জন্য রমজানের পর যে মাসকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস বলা হয়েছে তা হচ্ছে মুহাররম।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, রমজানের রোজার পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে, আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা...। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৪৫)

ইবনে রজব (রহ.) বলেন, আমাদের পূর্বসূরিরা তিন দশককে বেশি গুরুত্ব দিতেন–রমজানের শেষ ১০ দিন, জিলহজের প্রথম ১০ দিন এবং মুহাররমের প্রথম ১০ দিন। (লাতাইফুল মাআরিফ)

আশুরার তাৎপর্য

এ মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। এ দিনের বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত রয়েছে। ইতিহাসের বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে এই দিনে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল সা. মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে ইহুদিরা আশুরার দিনে রোজা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে রোজা রাখো কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মুসা (আ.) রোজা রাখেন। আল্লাহর রাসুল সা. বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মুসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে রোজা রাখেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০০৪)

আশুরার ফজিলত

এই বিশেষ দিনের কিছু ফজিলত রয়েছে। বিভিন্ন হাদিসের মাঝে তা বর্ণিত হয়েছে। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, আল্লাহর নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, তিনি আশুরার রোজার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ) ক্ষমা করে দেবেন। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৭৫২)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ দিন ব্যতীত রাসুলুল্লাহ সা. কোনো মাসকে এ মাসের (রমজান) তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে রোজা রেখেছেন আমার জানা নেই। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৫২)

আশুরার রোজার হুকুম

রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ওয়াজিব না মুস্তাহাব ছিল এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দ্বিমত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ওয়াজিব ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর এ দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, (জাহেলি সমাজে) লোকেরা রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিন রোজা রাখত। এ দিন কাবায় গিলাফ জড়ানো হতো। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যে এ দিন রোজা রাখতে চায় সে রাখুক। যে না চায় না রাখুক। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫৯২)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর এ দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব।

কোন দিন রোজা রাখব

মহানবী সা. ১০ মুহাররমের সঙ্গে ৯ বা ১১ মুহাররম মিলিয়ে দুটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ৯ তারিখে রাখতে পারলে ভালো। কারণ হাদিসে ৯ তারিখের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল সা. যখন আশুরার রোজা রাখছিলেন এবং অন্যদের রোজা রাখতে বলেছিলেন তখন সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ দিনকে তো ইহুদি-নাসারারা সম্মান করে? তখন নবীজি এ কথা শুনে বললেন, ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও রোজা রাখব। বর্ণনাকারী বললেন, এখনো আগামী বছর আসেনি, এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৫৬)

এ জন্য ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, তোমরা ৯ তারিখ এবং ১০ তারিখ রোজা রাখো এবং ইয়াহুদিদের বিরোধিতা করো। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৭৫৫)

শিশুরাও এই রোজা রাখত রুবায়্যি বিনতে মুআব্বিজ (রা.) বলেন, আমরা ওই দিন রোজা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোজা রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ওই খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৬০)

তাওবার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া

তাওবা-ইস্তিগফার যেকোনো সময় গুরুত্বপূর্ণ আমল। তবে কিছু কিছু সময় এমন রয়েছে, যখন তাওবার পরিবেশ বেশি অনুকূল হয়। বান্দার উচিত সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তগুলোর কদর করা। মুহাররমের এ মাসটি, বিশেষ করে ১০ তারিখ–এমনই এক মোক্ষম সময়। এদিনে তাওবা কবুল হওয়া, নিরাপত্তা এবং অদৃশ্য সাহায্য লাভ করার কথাও রয়েছে। এ জন্য এ সময়ে এমন সব আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত, যাতে আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে আরো বেশি ধাবিত হয়।

এক সাহাবি নবীজির কাছে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের পর আপনি কোন মাসে রোজা রাখতে বলেন? নবীজি বললেন, তুমি যদি রমজানের পর রোজা রাখতে চাও তাহলে মুহাররমে রোজা রাখো। কেননা মুহাররম হচ্ছে আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন এক দিন আছে, যেদিন আল্লাহ তাআলা (অতীতে) অনেকের তাওবা কবুল করেছেন। ভবিষ্যতেও অনেকের তাওবা কবুল

১০ই মুহাররমের তাৎপর্য

মোঃ সাহাদাত হোসেন

মুহাররম হলো আরবি বর্ষের প্রথম মাস। এ এক ঐতিহাসিক মাস। বিজয়ের মাস। অপরাধীর ক্ষমা লাভের মাস। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাস। এ মাসে রয়েছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যা ইসলামের ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এ মাসের ১০ তারিখে মহান আল্লাহতায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হজরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া(আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে তাঁর শাস্তির সম্মুখীন হন। অবশেষে দুনিয়ায় আগমন, দু'জনের মিলন, আল্লাহর ক্ষমা লাভসহ সবই এ মাসেই সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলগণেরই কম-বেশি স্মৃতিবিজড়িত এ মুহাররম মাস। মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আঃ)এর জন্য নমরুদের আগুন শান্তিতে পরিণত হয় এ মাসেই। যখন তৌহিদের দাওয়াত দেয়ায় জালিম শাসক নমরুদ হজরত ইবরাহিম (আঃ) কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় খলিলকে অগ্নিকুণ্ডলি থেকে রক্ষা করেন। হজরত নূহ আলাইহিস সালামের আমলের মহাপ্লাবন থেকে তাঁর উম্মতগণও ১০ ই মুহাররমে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেন।

বাদশাহ হজরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর রাজত্ব ফিরে পান। হজরত মুসা (আঃ) কে আল্লাহতাআলা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তার দম্ভ চূর্ণ করে দেন এই মুহাররমের ১০ তারিখেই। যার শোচনীয় পরিণতি হচ্ছে দলবলসহ ফিরাউন নীল নদে ডুবে ধ্বংসের এক নজির হয়ে আছেন তামাম দুনিয়ায়।

সর্বোপরি রাসুল(সাঃ) এর প্রাণপ্রিয় নাতি হজরত ইমাম হোসাইন ইসলামের পতাকা উড্ডীন রাখতে বুকের তাজা রক্তে কারবালার প্রান্তরকে রঙিন করে শাহাদাতের পেয়ালা গ্রহণ করেন। যা সমগ্র মুসলিমের হৃদয়ে আজও চির অম্লান। এ দিনে অনেক মানুষ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যা ইসলাম সম্মত নয়। এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা হাই হোসাইন - হাই হোসাইন বলে বুক থাবড়িয়ে মহাব্বত দেখায়। এমনকি নিজের শরীরের যে কোনো অংশ কেটে দিয়ে তার প্রতি প্রতি মায়া প্রদর্শন করে। তাছাড়া রকমারি খাবারের আয়োজন করা হয়। যা উম্মাতে মুসলিমার জন্য মোটেও কাম্য নয়। মুহাররমের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে উজ্জীবিত রাখতে এ মাসের প্রতিটি দিন ও রজনীকে ইবাদাত-বন্দেগি, নফল নামাজ, রোজা পালনের মাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত। সেইসাথে মূসা (আঃ) যে মানব রচিত আইনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও মানুষকে প্রভু বলে অস্বীকার করেছেন তা আমাদের জন্য পাথেয়। অতঃপর হোসাইন রাঃ যে বাতিলের কাছে মাথানত করেননি এ থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হবে। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে এ মাসে ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন ও ঐতিহাসিক শিক্ষাগুলি অর্জন করার তৌফিক

আব্দুল্লাহ আল ফুআদ

মুহাররম মাস প্রসঙ্গে মহানবী সা. যা বলেছেন

আরবি বর্ষের প্রথম মাস মুহাররম। ইসলামে মাসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগেও এ মাসকে মর্যাদাপূর্ণ বিবেচনা করা হতো। নবীজি সা. এ মাসকে আল্লাহর মাস হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তা ছাড়া এটি পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত সম্মানিত চারটি মাসের একটি। এ প্রসেঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, 'আসমান ও জমিন সৃষ্টির সময় থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।

' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৬)

বিদায় হজের খুতবায় রাসুল সা. সম্মানিত এ মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, তিনটি মাস হলো ধারাবাহিক–জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম, অন্যটি হলো রজব। (বুখারি, হাদিস : ৩১৯৭, মুসলিম, হাদিস : ১৬৭৯)

এ মাসের অন্যতম একটি ফজিলতপূর্ণ দিবস হলো আশুরা। মুসলিম সমাজে মুহাররম এবং এই আশুরাকেন্দ্রিক নানা ভ্রান্তি ও রসম রেওয়াজের প্রচলন আছে, যা পরিহারযোগ্য। তাই এই মাসের করণীয় ও বর্জনীয় ১০টি বিষয় এ লেখায় তুলে ধরা হলো–

গুনাহ বর্জন করা

মুহাররম সম্মানিত চার মাসগুলোর একটি।

এই মাসগুলোতে নিজেদের ওপর জুলুম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতার চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এই চার মাসের মধ্যে তোমরা (গোনাহ করে) নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৬)

নফল রোজা রাখা

নফল রোজা রাখা এ মাসের অন্যতম আমল। নবীজি এই মাসের নফল রোজাকে সর্বোত্তম ঘোষণা করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, রমজানের রোজার পর সর্বোত্তম রোজা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। (মুসলিম, হাদিস: ২৬৪৫)

তাওবা-ইস্তিগফার করা

নফল রোজার পাশাপাশি মুহাররমের বিশেষ আমল হলো তওবা ইস্তিগফার করা। কেননা রাসুল সা. ইরশাদ করেন, মুহাররম আল্লাহর মাস। এই মাসে এমন একটি দিন রয়েছে, যেদিন আল্লাহ তায়ালা একটি সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করেছেন। (আশা করা যায়) সেদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাওবাও কবুল করা হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৪১)

তাই ক্ষমা পাওয়ার আশায় বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করা উচিত।

আশুরার রোজা রাখা

এ মাসের বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দিন হচ্ছে দশম দিন, তথা আশুরা। আশুরার রোজা রাখা মুস্তাহাব আমল। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'আশুরার এক দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে এই আশা করি যে তিনি এ রোজার অসিলায় বান্দার আগের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। (মুসলিম, হাদিস : ১১৬২)

৯ বা ১১ মুহাররমে রোজা রাখা

শরিয়তে আশুরার রোজা দুটি। মুহাররমের ৯ ও ১০ তারিখ কিংবা ১০ ও ১১ তারিখ। তবে কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে বর্ণিত সব হাদিসের ওপর আমলের সুবিধার্থে ৯, ১০ ও ১১–এ তিন দিন রোজা রাখার কথা বলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমরা আশুরার দিন (মুহাররমের দশম দিবস) রোজা রাখো এবং তাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধাচরণ করো। আশুরার আগে এক দিন বা পরে এক দিন রোজা রাখো।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২১৫৪)

বিধর্মীদের সাদৃশ্য পরিত্যাগ করা

মুহাররমের দশম দিবসে ইহুদিরা রোজা রাখত। এ দিনটিকে তারা ঈদের মতো উদযাপন করত। তাই নবীজি ওই দিনের সঙ্গে আরেকটি রোজা পালনের নির্দেশ দিয়ে বিধর্মীদের বিরোধিতার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবাদতের মতো বৈধ বিষয়ে এমন বিরোধিতা হতে পারলে বিধর্মীদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধিতা করার বিধান কত কঠোর হতে পারে! হাদিস শরিফে এসেছে : 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন সে ওই জাতির দলভুক্ত হবে। অর্থাৎ ওই দল জান্নাতবাসী হলে সে-ও জান্নাতবাসী হবে। আর ওই দল জাহান্নামবাসী হলে সে-ও জাহান্নামবাসী হবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪০৩১)

তাই জীবনের সব ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য পরিহার করা মুসলমানদের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

মাতম মর্সিয়া পরিহার করা

হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে আশুরা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি রয়েছে। আছে অনেক কুসংস্কার। অন্যতম একটি হলো–মাতম মর্সিয়া গাওয়া। মর্সিয়া মানে নবী দৌহিত্রের শোক প্রকাশে নিজের শরীরে আঘাত করা ও জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। নবী করিম সা. এ ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি (শোকে-দুঃখে) চেহারায় চপেটাঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো হা-হুতাশ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (বুখারি, হাদিস : ১২৯৭)

ভিত্তিহীন ঘটনা বলা থেকে বিরত থাকা

আশুরার দিনের গুরুত্ব বোঝাতে অনেকে মিথ্যা ও জাল হাদিসের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন–এদিন ইউসুফ (আ.) এর জেল থেকে মুক্তি। ইয়াকুব (আ.)-এর চোখের জ্যোতি ফিরে পাওয়া। ইউনুস (আ.)-এর মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ। হজরত ইদরিস (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। আবার এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে এমন ধারণা করা। এসব ঘটনা ও ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। (আল আসারুল মারফুআ, পৃষ্ঠা, ৬৪-১০০; মা ছাবাহা বিসসুন্নাহ ফি আয়্যামিস সানাহ, পৃষ্ঠা, ২৫৩-২৫৭)

রসম-রেওয়াজ থেকে বিরত থাকা

আশুরার রোজা ও তওবা ইস্তিগফারের গুরুত্ব ছাড়া বিশেষ কোনো আমল নেই মুহাররম মাসে। অথচ আশুরাকেন্দ্রিক মনগড়া আমল ও রসম বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত আছে। ধর্মীয় কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের প্রথা, প্রচলন ও কুসংস্কার বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কিছু কুসংস্কার শিরকের নামান্তর। এগুলো গোমরাহি ও ভ্রষ্টতা। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পথভ্রষ্ট লোক আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকে।' (সুরা : হিজর, আয়াত : ৫৬)

রাসুল সা. বলেছেন, 'প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।' (মুসলিম, হাদিস : ১৫৩৫)

আশুরাকে 'কারবালা দিবস' মনে না করা

আশুরা মানেই কারবালা নয়। আশুরার মর্যাদা ও ঐতিহ্য ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই স্বীকৃত। ১০ মুহাররম কারবালার প্রান্তরে নবীজি সা.-এর প্রিয় দৌহিত্র হুসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ আশুরার সঙ্গে মিলে যাওয়া কাকতালীয়। হৃদয়বিদারক এ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির লোকের শোক প্রকাশের অযৌক্তিক নানা আয়োজনের কারণে আশুরা ও কারবালাকে একাকার মনে করে থাকে অনেকে। অথচ জাহেলি যুগেও আশুরার রোজার প্রচলন ছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল সা. হিজরত করে মদিনায় এলেন এবং তিনি মদিনার ইহুদিদের আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখলেন। তাদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, এটা সেই দিন, যেদিন আল্লাহ মুসা (আ.) ও বনি ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মেরেছেন। তাঁর সম্মানার্থে আমরা রোজা রাখি। তখন রাসুল সা. বলেন, 'আমরা তোমাদের চেয়েও মুসা (আ.)-এর বেশি নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৪৮)

তাই ফজিলতপূর্ণ ঐতিহ্যের এই আশুরাকে শুধু কারবালা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা মূর্খতা ও দুরভিসন্ধি। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের বিভ্রান্তি ও বিদাআত থেকে আমাদের হেফাজত করুন। কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

আশুরার রোজার ফজিলত

এস এম আনওয়ারুল

আশুরার রোজার দ্বারা বিগত এক বছরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। দ্বিতীয় হিজরি সনে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার বিধান নাজিল হলে আশুরার রোজা ঐচ্ছিক হিসেবে বিবেচিত হয়। আশুরা দিবসে রোজা পালনের জন্য রসুলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি হজরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, রমজানের পর সর্বাধিক উত্তম রোজা হলো মুহাররম মাসের রোজা। আর ফরজের পরে সর্বাধিক উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। (সহিহ মুসলিম ১/৩৫৮)।

হজরত আয়েশা (রা) বলেন, জাহেলি যুগে কুরাইশরা আশুরার দিনে রোজা পালন করত। রসুলুল্লাহ (স)ও সেকালে রোজা পালন করতেন। মদিনায় এসেও তিনি রোজা পালন করতেন এবং অন্যদেরও নির্দেশ দেন। রমজানের রোজার আদেশ নাজিল হলে আশুরার রোজা শিথিল করা হয়। এখন কেউ চাইলে তা পালন করুক, আর চাইলে তা বর্জন করুক। (বুখারি ১/২৬৮)

বিশ্বনবি (স) বলেছেন, রমজানের রোজার পর মুহাররম মাসের রোজা আল্লাহতায়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি ফজিলতময়। (বুখারি ১১৬৩; মুসলিম ১৯৮২) নবি করিম (স) আশুরার দিন নিজে রোজা রাখতেন এবং সেদিন রোজা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারি ২০০৪; মুসলিম ১১৩০)। ১০ মুহাররম আশুরার রোজার ফজিলত প্রসঙ্গে হজরত রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ আশুরার দিন রোজা রাখার কারণে আল্লাহতায়ালা বান্দার বিগত এক বছরের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। (সহিহ মুসলিম ১১৬২)

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রা.) হজরত ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যাতে হজরত রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা আশুরার দিন রোজা রাখ। তবে এতে যেন ইহুদিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়। সেজন্য এর সঙ্গে মিলিয়ে হয় আগের দিন কিংবা পরের দিনসহ রোজা পালন কর। (তিরমিজি ৭৫৫)।

আশুরার রোজার বিধান প্রসঙ্গে ইসলামি স্কলারদের অভিমত হলো, কেউ যদি শুধু মুহাররম মাসের ১০ তারিখ রোজা রাখেন এবং এর আগে বা পরে একটি রোজা যোগ না করেন, তবে তা মাকরুহ নয়; বরং এতে মুস্তাহাব বিঘ্নিত হবে। প্রকৃত সুন্নাত হলো, আগের ৯ মুহাররম বা পরের দিনের সঙ্গে ১১ মুহাররম মিলিয়ে মোট দুই দিন রোজা রাখা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা মুহাররমের নবম ও দশম দিবসে রোজা রাখ। (তিরমিজি ৭৫৫)

অন্য হাদিসে নবি করিম (স) বলেছেন, আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে মুহাররম মাসের নয় তারিখের রোজাও পালন করব। (মুসলিম ১১৩৪)। তবে যে এ আশুরার দিন রোজা রাখতে পারল না, তার জন্য কোনো সমস্যা কিংবা আশাহত হওয়ার কিছু নেই। যদি কেউ ৯, ১০ এবং ১১ তারিখ মোট তিন দিন রোজা রাখেন তবে তা সর্বোত্তম হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম এ মত উল্লেখ করেছেন।

ইকবাল কবীর

মুহাররম ও আশুরার তাৎপর্য

ইসলামী বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মুহাররম। ইসলামী পরিভাষায় আরবি বর্ষপঞ্জি হিজরি সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ তারিখকে আশুরা বলে। আশুরা শব্দটি আরবি 'আশারা' থেকে এসেছে। এর অর্থ দশ।

আর আশুরা মানে দশম। অন্য কথায় বলতে গেলে–এ মাসের ১০ তারিখ ১০টি বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণেও এ তারিখকে আশুরা বলা হয়। সৃষ্টির পর থেকে আশুরার দিনে অনেক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা ঘটেছে বিধায় এই দিনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি। এ কারণে মুহাররম মাসও গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিস শরিফে চান্দ্রবর্ষের ১২ মাসের মধ্যে মুহাররমকে 'শাহরুল্লাহ' বা আল্লাহর মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কালামে পাকেও মুহাররম মাসকে অতি সম্মানিত মাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় মাস ১২টি, তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।' এই আয়াতে 'আরবায়াতুন হুরুম' মানে অতি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ চার মাস বোঝানো হয়েছে।

এই মাসগুলো হলো–জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম ও রজব। এই চার মাসের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কারণে তখন যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সবাই এই চার মাসের মর্যাদা রক্ষা করে যুদ্ধ-কলহ থেকে দূরে থাকত। আশুরার দিন বা মুহাররমের ১০ তারিখ যেসব তাৎপর্যময় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. এ দিনে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। আর এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

২. এ দিনে হজরত আদম (আ.) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসেন। মুহাররমের ১০ তারিখে আল্লাহ পাক আদম (আ.)-এর দোয়া কবুল করেন এবং এ দিনে তিনি স্ত্রী হাওয়া (আ.)-এর সঙ্গে আরাফার ময়দানে সাক্ষাৎ করেন।

৩. হজরত নুহ (আ.)-এর জাতির লোকেরা আল্লাহর গজব মহাপ্লাবনে নিপতিত হওয়ার পর ১০ মুহাররম তিনি নৌকা থেকে ঈমানদারদের নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন।

৪. হজরত ইবরাহিম (আ.) নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ৪০ দিন পর ১০ মুহাররম সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন।

৫. হজরত আইয়ুব (আ.) ১৮ বছর কঠিন রোগ ভোগ করার পর মুহাররমের এ দিনে আল্লাহর রহমতে সুস্থতা লাভ করেন।

৬. হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র হজরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ১১ ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে কূপে পতিত হন এবং এক বণিক দলের সহায়তায় মিসরে গিয়ে হাজির হন। তারপর আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তিনি মিসরের প্রধানমন্ত্রী হন। ৪০ বছর পর ১০ মুহাররম পিতার সঙ্গে মিলিত হন।

৭. হজরত ইউনুস (আ.) জাতির লোকদের প্রতি হতাশ হয়ে নদী অতিক্রম করে দেশান্তরিত হওয়ার সময় নদীর পানিতে পতিত হন এবং মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। মাছের পেট থেকে তিনি আল্লাহর রহমতে ৪০ দিন পর মুক্তি পান ১০ মুহাররম তারিখে।

৮. হজরত মুসা (আ.) ফেরাউনের অত্যাচারের কারণে তাঁর দলবলসহ অন্যত্র চলে যান। পথিমধ্যে নীল নদ পার হয়ে তিনি ফেরাউনের হাত থেকে আশুরার দিন মুক্তি পান। আর ফেরাউন তার দলবলসহ নীল নদের পানিতে ডুবে মারা যায়।

৯. হজরত ঈসা (আ.)-এর জাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলে মুহাররমের ১০ তারিখ আল্লাহ পাক তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে মুক্তি দান করেন।

১০. মুহাররম মাসের ১০ তারিখ কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার অবতারণা হয়। এদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইমাম হোসাইন কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেন।

ইসলামের ইতিহাসে ওপরে উল্লিখিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলো মুহাররম মাসে সংঘটিত হওয়ার কারণে এ মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ মাস অতি সম্মানিত, বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। আশুরার এদিনে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করেন এবং কঠিন বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এই সাহায্যের শোকরিয়া হিসেবে নবী-রাসুলরা ও তাঁদের উম্মতরা এদিনে রোজা পালন করতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. মদিনায় এসে দেখেন, ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা পালন করছে। তিনি জানতে পারলেন, এদিনে মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব লাভ করেন। এদিনে তিনি ও তাঁর জাতির লোকেরা নীলনদ পার হয়ে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মুসা (আ.)-এর অনুসারী ইহুদিরা এদিন রোজা রাখে। তখন মহানবী সা. ইহুদিদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের তুলনায় মুসা (আ.)-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অধিকতর বেশি। সে হিসেবে এ ব্যাপারে আমরাই এর বেশি হকদার।' তখন থেকে মহানবী সা. নিজেও আশুরার রোজা পালন করতেন এবং উম্মতকেও তা পালনের নির্দেশ দিলেন।' (মিশকাত শরিফ)

তবে মহানবী সা. ১০ মুহাররমের সঙ্গে ৯ বা ১১ মুহাররম মিলিয়ে দুটি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আছে, আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, 'আশুরার রোজা রাখতে হলে, তার আগে বা পরেও একটি রোজা রাখবে। কারণ এটি যেন ইহুদিদের অনুকরণে না হয়।' (মুসলিম শরিফ)

অন্য আরো হাদিস থেকে উম্মতকে আশুরার রোজা পালনে মহানবী সা.-কে উৎসাহিত করতে দেখা যায়। একবার কয়েকজন সাহাবি মহানবী সা.-কে জিজ্ঞেস করেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আশুরাকে বড় মনে করে। আমরা কেন এটিকে বড় মনে করব। উত্তরে আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, 'আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আমি মুহাররমের ৯ তারিখেও রোজা পালন করব।'

হাদিস শরিফে আরো আছে, 'আশুরার দিন যে ব্যক্তি নিজের পরিবারবর্গকে পরিতৃপ্ত করে খেতে ও পরতে দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সারা বছর পরিতৃপ্তিসহকারে খেতে ও পরতে দেবেন।' (বায়হাকি)

বুখারি শরিফের বর্ণনা মতে, মুহাররম মাসের প্রথম ১০ দিন রোজা পালন করা পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর ফরজ ছিল। বিশেষত আশুরার দিন পূর্ববর্তী উম্মতরা রোজা পালন করতেন। কিন্তু রমজানুল মোবারকের রোজা ফরজ হওয়ার পর এর ফরজিয়াত রহিত হয়ে যায়। ফলে এর পর থেকে মহানবী সা. আশুরার রোজা পালনের জন্য সাহাবিদের আদেশ করতেন না, নিষেধও করতেন না। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আশুরার রোজা রাখতেন। মহানবী সা. আশুরার ফজিলত সম্পর্কে বলেন, 'রমজানের রোজার পর সর্বোত্তম রোজা হলো মুহাররমের রোজা।' (মিশকাত শরিফ)

আশুরার রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে অন্য এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, 'আশুরার রোজার ব্যাপারে আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা এর অসিলায় অতীতের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (তিরমিজি শরিফ)

আল্লাহর রাসুল সা. আশুরার রোজাকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত হাফসা (রা.) বলেন, রাসুল সা. চারটি কাজ কখনো ত্যাগ করেননি। এই চারটি কাজ হলো : ১. আশুরার রোজা, ২. জিলহজের প্রথম ৯ দিনের রোজা, ৩. আইয়ামে বিজের রোজা–অর্থাৎ প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা এবং ৪. ফজর ওয়াক্তে ফরজের আগে দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা আশুরার দিনে সংঘটিত কতগুলো ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে আশুরার গুরুত্ব ও ফজিলত জানতে পারলাম। তবে এসব ঘটনার কোনো-কোনোটির বর্ণনা সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে কারো কারো দ্বিমত আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই দিনটি মহিমান্বিত ও তাৎপর্যময়। এ দিনটিকে মুসলমানরা পবিত্র ও বরকতময় হিসেবে পালন করছেন। কিন্তু অতীতের সব ঘটনা ছাপিয়ে ৬১ হিজরি সনের ১০ মুহাররম এমন একটি দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার অবতারণা হয়, যার কাছে সব ঘটনা ম্লান হয়ে যায়। ফলে এ দিনটি অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের রূপ নেয়। ১০ মুহাররম মহানবী সা.-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা (রা)-এর কলিজার টুকরা হজরত হোসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদবাহিনীর হাতে অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংসভাবে শাহাদাতবরণ করেন। ঐতিহাসিক ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের সব ঘটনাকে অতিক্রম করে একটি শোকাবহ স্মৃতি নিয়ে আজও মুসলমানদের বুক বিদীর্ণ করছে। স্মরণকালের ইতিহাসে কারবালার দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে আশুরার সম্পর্ক যেন একাকার হয়ে গেছে। এদিন থেকে আশুরা নতুন এক আঙ্গিক লাভ করেছে। মুহাররম ও আশুরা এখন অন্য রকম এক চেতনা নিয়ে পালিত হচ্ছে। মুহাররম মাস ও আশুরার দিন এখন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ত্যাগ, শক্তি ও প্রতিবাদের কথা। কারবালার মর্মান্তিক স্মৃতি থেকে মুসলমানরা শুধু শোকের আবহই লাভ করছেন না, তাঁরা জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ারও চেতনা খুঁজে পাচ্ছেন। মুহাররম ও আশুরা আমাদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে শেখায়। সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অসত্য ও অন্যায়কে প্রতিরোধ করার সাহস জোগায়। আশুরা আমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করে জুলুমের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

আসুন, পবিত্র মুহাররম মাস ও আশুরার দিনে (১০ মুহাররমের আগে বা পরে এক দিনসহ) আমরা রোজা রেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ করার সুযোগ গ্রহণ করি। বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার ও দান-খয়রাত করে এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহাররম ও আশুরা থেকে আমাদের অফুরন্ত ফজিলত দান করুন। আমিন!

ইউরো ২০২৪

ইউরো অভিযান 'ব্যর্থ', বললেন এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ জিতেছেন ২০১৮ সালে। ২০২১ সালে জিতেছেন উয়েফা নেশনস লিগ। কিন্তু ফ্রান্স সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ায় ইউরোর শিরোপা এখনো অধরাই থেকে গেল কিলিয়ান এমবাপ্পের।
অথচ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় কাল রাতে এমবাপ্পের পাস থেকে বল পেয়ে ফ্রান্সকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রান্দাল কোলো মুয়ানি। কিন্তু স্পেন পাল্টা জবাব দিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। চার মিনিটের ব্যবধানে লামিনে ইয়ামাল ও আত্মঘাতী গোলে (জুলস কুন্দে) পিছিয়ে পড়ে ফ্রান্স। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে হেরে বিদায় নেয়। সর্বশেষ ২০০০ সালে দিদিয়ের দেশমের অধিনায়কত্বে ইউরোয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফ্রান্স। সেই দেশম জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে আছেন এক যুগ হয়ে গেল। কিন্তু কোচের ভূমিকায় মহাদেশীয় শিরোপা এখনো জেতা হলো না।
দারুণ একটা দল নিয়েও সেমিফাইনাল থেকে ফ্রান্সের ছিটকে পড়ার পেছনে অনেকে অধিনায়ক এমবাপ্পের ওপরও দায় চাপাতে পারেন। এবারের ইউরো খুব একটা ভালো কাটেনি তাঁর। টুর্নামেন্টে পাঁচ ম্যাচ খেলে গোল পেয়েছেন মাত্র একটি, সেটাও গ্রুপের তলানির দল পোল্যান্ডের বিপক্ষে পেনাল্টি থেকে। ইউরোয় প্রত্যাশা অনুযায়ী যে পারফর্ম করতে পারেননি, সে কথা স্বীকার করেছেন এমবাপ্পে। টুর্নামেন্টে নিজের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার টুর্নামেন্ট? এটা কঠিন ছিল। এটা আমার ব্যর্থতা। আমরা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে খেলতে এসেছিলাম; আমিও চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা পারিনি। ব্যর্থতা স্বীকার করতেই হবে।' ফ্রান্সের বিদায়ের বেদনা ভুলতে আপাতত ছুটিতে যেতে চান এমবাপ্পে। চাঙা হয়ে ফিরতেই কিছুদিন ফুটবল থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'এটা ফুটবল। এখান থেকে আমাদের সামনে এগোতে হবে। সামনে লম্বা সময় পড়ে আছে। আপাতত কিছুদিনের জন্য ছুটি কাটাতে যাচ্ছি, আমার বিশ্রাম দরকার। এটা (অবকাশযাপন) আমার অনেক উপকারে দেবে। আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার চেষ্টা করব।' এবারের ইউরোয় এমবাপ্পের শুরুটা ছিল হতাশাজনক। ডুসেলডর্ফে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচের শেষ দিকে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভেঙে যায় এমবাপ্পের। রক্তাক্ত এমবাপ্পেকে মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়।
চিকিৎসকেরা জানান, ঝুঁকি এড়াতে এমবাপ্পেকে কিছুদিন মাস্ক পরে খেলতে হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, তিনি পোল্যান্ড, বেলজিয়াম ও পর্তুগালের বিপক্ষে মাস্ক পরেই খেলেন। কিন্তু মুখ ঢেকে খেলা অস্বস্তিকর মনে হওয়ায় কাল স্পেনের বিপক্ষে মাস্ক ছাড়াই খেলতে নামেন।

সিনারকে হারিয়ে সেমিফাইনালে মেদভেদেভ

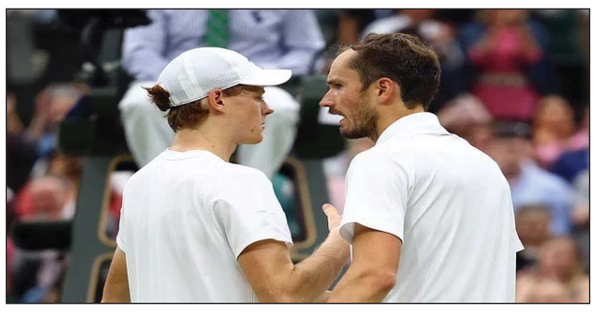

আপনজন ডেস্ক: পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না ইয়ানিক সিনার। আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার কুফলটা ছেলেদের টেনিসের এক নম্বর খেলোয়াড় টের পাচ্ছিলেন কোর্টে। শরীর ঠিকমতো কাজ না করলেও এবারের উইম্বলডনের শীর্ষ বাছাই হাল ছাড়েননি, মেডিকেল টাইম আউট নিলেও ম্যাচ শেষ করেই ছেড়েছেন কোর্ট। তবে ফলটা তাঁর পক্ষে যায়নি। বছরের শুরুতে যাঁকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন, সেই দানিল মেদভেদেভের কাছে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হেরে বিদায় নিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই।
মঙ্গলবার রাতে তৃতীয় সেট চলাকালে মেডিকেল টাইম আউট নিতে বাধ্য হন সিনার। সাইডলাইনে তাঁর প্রেশারও মাপতে হয়। প্রথম সেটটা জিতলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট হেরে পিছিয়ে পড়া সিনার ওই বিরতির সুফল পেয়েছিলেন চতুর্থ সেটে। ওই সেটটা সহজে জিতলেও পঞ্চম সেটে আর পেরে ওঠেননি। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি আক্রমণাত্মক থাকা মেদভেদেভ ৬-৭ (৭/৯), ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪), ২-৬, ৬-৩ গেমে ম্যাচটি জিতে উঠে গেছেন সেমিফাইনালে। যেখানে রুশ তারকা প্রতিদ্বন্দ্বী উইম্বলডনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিশ তারকা আলকারাজ কাল আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়ে উঠেছেন সেমিফাইনালে। মেয়েদের প্রথম সেমিফাইনালের লাইনআপও চূড়ান্ত হয়েছে কাল। বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা নিউজিল্যান্ডের লুলু সুনকে ৫-৭, ৬-৪, ৬-১ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন অবাছাই দোন্না ভেকিচ। শেষ চারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সপ্তম বাছাই জাসমিন পাওলিনি। ইতালিয়ান খেলোয়াড় ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এমা নাভারোকে। মেয়েদের দুটি সেমিফাইনালই আগামীকাল। ছেলেদের সেমিফাইনাল শুক্রবার।
মেদভেদেভের কাছে হারের পর বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ খেলোয়াড় সিনার বলেন, হারার আগে হারতে চাননি বলেই শারীরিক-দুর্বলতা নিয়েই শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন, 'শরীর ভালো ছিল না আমার। এটা সহজ কিছু নয়। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সামর্থ্য ছিল আজ তাই নিয়ে লড়তে।'
এবারের উইম্বলডনে পুরুষ বিভাগে মেদেভেদেভ-সিনারের ম্যাচটি ছিল ৩৬তম পাঁচ সেটের লড়াই। তাতে একটি রেকর্ডও হয়ে গেছে। উন্মুক্ত যুগে কোনো গ্র্যান্ড স্লাম এত বেশি পাঁচ সেটের ম্যাচ দেখেনি।

সুন্দরের 'সুন্দর' বোলিং এগিয়ে দিল ভারতকে

আপনজন ডেস্ক: প্রথম ম্যাচটা জিতে শুবমান গিল-ওয়াশিংটন সুন্দরদের কি তাহলে একটু বেশিই তাতিয়ে দিয়েছে জিম্বাবুয়ে? পরের দুই ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে যে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারল না জিম্বাবুইয়ানরা। হারারেতে গত শনিবার সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে ১৩ রানে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল সিকান্দার রাজার দল। পরদিন দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে স্বাগতিকদের ১০০ রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনে সফরকারীরা।
একই মাঠে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক গিলের ফিফটি ও সুন্দরের দুর্দান্ত বোলিংয়ে জিম্বাবুয়েকে ২৩ রানে হারিয়ে দিল ভারত। ৫ ম্যাচের সিরিজে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এগিয়ে গেল ২-১ ব্যবধানে।
হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ উইকেটে ১৮২ রান তুলেছিল ভারত। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিম্বাবুয়ে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রানের বেশি করতে পারেননি। অফ স্পিনার সুন্দর ৪ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটিই সুন্দরের ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। ম্যাচসেরার পুরস্কারটাও তাঁর হাতে উঠেছে।
জিম্বাবুয়ে সফরে যাওয়া ভারতের এই দলকে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলা হলেও তা আসলে সার্থকতা পেয়েছে আজ থেকে। বার্বাডোজ থেকে দেশে ফিরে রাজসিক সংবর্ধনায় অংশ নিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্বকাপজয়ী দলের কেউই ছিলেন না। আজ তৃতীয় ম্যাচের একাদশে ঢুকেছেন বিশ্বকাপের মূল দলে থাকা ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শিবম দুবে। তাঁদের জায়গা দিতে সরে যেতে হয়েছে সাই সুদর্শন, রিয়াগ পরাগ ও ধ্রুব জুরেলকে। এ ম্যাচের একাদশে ভারত আরেকটি পরিবর্তন এনেছে। ডানহাতি পেসার মুকেশ কুমারের জায়গায় খেলেছেন বাঁহাতি পেসার খলিল আহমেদ।
জয়সোয়াল ফেরায় আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান অভিষেক শর্মাকে আজ তিনে ব্যাট করতে হয়েছে। অভিষেক এ ম্যাচে খুব একটা ভালো করতে না পারলেও অধিনায়ক গিলের সঙ্গে ভারতকে দারুণ শুরু এনে দেন জয়সোয়াল। পাওয়ার প্লেতে ভারত বিনা উইকেটে তুলে ফেলে ৫৫ রান। নবম ওভারে জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা জয়সোয়ালকে আউট করে উদ্বোধনী জুটি ভাঙলেও ততক্ষণে বড় সংগ্রহের ভিত পেয়ে যায় ভারত।
নিজের তৃতীয় ওভারে অভিষেককেও ফেরান রাজা। এরপর রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে নিয়ে ৭২ রানের জুটি গড়েন গিল। তিনি পেয়ে যান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটির দেখা। গায়কোয়াড়ও ফিফটির পথেই ছিলেন। হয়নি মাত্র ১ রানের জন্য। তবে তাঁর ২৮ বলে ৪৯ ও শেষ দিকে স্যামসনের ক্যামিওতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য পেয়ে যায় ভারত।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লেতেই ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে। সপ্তম ওভারে ওয়াশিংটন সুন্দর ২ উইকেট নিলে ম্যাচ থেকে একরকম ছিটকে পড়ে স্বাগতিকেরা। ষষ্ঠ উইকেটে ডিওন মায়ার্স ও ক্লাইভ মাদান্দের ৭৭ রানের জুটি গড়ে শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। বৃথা গেছে মায়ার্সের প্রথম টি-টোয়েন্টি ফিফটিটাও।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ২০ ওভারে ১৮২/৪ (গিল ৬৬, গায়কোয়াড় ৪৯, জয়সোয়াল ৩৬, স্যামসন ১২*, অভিষেক ১০, রিংকু ১*; রাজা ২/২৪, মুজারাবানি ২/২৫)।
জিম্বাবুয়ে: ২০ ওভারে ১৫৯/৬ (মায়ার্স ৬৫*, মাদান্দে ৩৭, মাসাকাদজা ১৮*, রাজা ১৫, মারুমানি ১৩; সুন্দর ৩/১৫, আবেশ ২/৩৯, খলিল ১/১৫)।
ফল: ভারত ২৩ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ওয়াশিংটন সুন্দর।
সিরিজ: ৫ ম্যাচের সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে।

তালাকপ্রাপ্তা মুসলিমরাও

▶ *প্রথম পাতার পর*

বিকল্পটি মুসলিম তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের উপর রয়েছে যে তারা দুটি আইনের যে কোনও একটি বা উভয় আইনের অধীনে প্রতিকার চাইতে পারে। কারণ ১৯৮৬ সালের আইনটি সিআরপিসির ১২৫ ধারার অবমাননা করে না বরং উল্লিখিত বিধানের অতিরিক্ত। ৩) যদি ১৯৮৬ সালের আইনের সংজ্ঞা অনুসারে কোনও তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাও ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারা অবলম্বন করেন, তবে ১৯৮৬ সালের আইনের বিধানের অধীনে প্রদত্ত যে কোনও আদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৭(৩)(বি) ধারা অনুসারে বিবেচনা করা হবে। [এর অর্থ এই যে, যদি ব্যক্তিগত আইনে মুসলিম স্ত্রীকে কোন ভরণপোষণ দেওয়া হয়, অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ধারা ১২৭(৩)(খ) এর অধীন ভরণপোষণ আদেশ পরিবর্তন করতে হইবে]
৬) ২০১৯ আইনের বিধান অনুসারে অবৈধ বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, ১) ভরণপোষণ ভাতা পাওয়ার জন্য উক্ত আইনের ধারা ৫ এর অধীনে ত্রাণ গ্রহণ করা যেতে পারে বা, এই জাতীয় মুসলিম মহিলার বিকল্পে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৫ এর অধীনে প্রতিকারও গ্রহণ করা যেতে পারে। ii) ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের বিচারাধীন থাকাকালীন যদি কোনও মুসলিম মহিলা 'তালাকপ্রাপ্ত' হন, তবে তিনি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আশ্রয় নিতে পারেন বা ২০১৯ সালের আইনের অধীনে পিটিশন দায়ের করতে পারেন। iii) ২০১৯ আইনের বিধানগুলি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১২৫ এর অবমাননা ছাড়াও প্রতিকারের ব্যবস্থা করে।মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা) আইন ১৯৮৬ এর অধীনে প্রতিকার ছাড়াও ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ১২৫ এর অধীনে প্রতিকার।ড্যানিয়েল লতিফির রায়সহ বিভিন্ন নজির উল্লেখ করে বিচারপতি মাসিহ তার রায়ে বলেন, একজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারী ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩ এর ১২৫ ধারার ধর্মনিরপেক্ষ বিধানের অধীনে তার ভরণপোষণের স্বাধীন অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা পান না, যদি তিনি উক্ত সংবিধির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩ এর ১২৫ ধারার ধর্মনিরপেক্ষ বিধান এবং ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ ধারার ব্যক্তিগত আইনের বিধান উভয়ের অধীনে নির্ধারিত ভরণপোষণের সমতুল্য অধিকার সমান্তরালভাবে আইনশাস্ত্রে বিদ্যমান। এর ফলে, ১৯৭৩ এর বিধানে তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলার ভরণপোষণ চাওয়ার অধিকার অব্যাহত রয়েছে।

মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে রাবেতা

▶ *প্রথম পাতার পর*

বোর্ড এবিষয়ে প্রতিটি মাদ্রাসাকে যে সমীক্ষাপত্র দেয় তা নিয়মমত পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ছাত্রদের পড়াশুনায় অবহেলা করলে তাদেরকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। পরিবর্তে সৃজনশীলভাবে শিশু মনস্তত্ত্ব বিবেচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাবেতার গৃহীত সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছে, মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া প্রতিটি ছাত্রের জন্য তার ও তার অভিভাবকের সচিত্র পরিচয়পত্র ও জন্ম শংসাপত্র বাধ্যতামূলক যার প্রতিলিপি তার ভর্তি খাতায় হেফাজতে থাকবে। পরিচয়পত্রহীন কোনো ছাত্র যাতে মাদ্রাসায় না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
রাবেতা বোর্ড পরিবেশিত পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। মাদ্রাসার ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে দূষণ না ছড়ায়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
তবে, বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে নির্ধারিত দ্বীনি শিক্ষার পামাপাশি অতিরিক্তি বিষয় হিসেবে অধুনিক বিষয়ে পঠনপাঠনের উপরে।
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, ভূগোল পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিবেচনা করে কোনো শৈথিল্য বা গাফিলতি করলে রাবেতা বোর্ড কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসাগুলিকে।
সেই সঙ্গে একজন হাফিজ বা মাওলানা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেসব সব মাদ্রাসা কমপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করতে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ দেওয়া হয় সেখানে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিনের অধিবেশনে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী শাবান মাসের (১৪৪৬ হিজরি) প্রথম সপ্তাহে রাবেতা বোর্ডের বাৎসরিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এবছর জেলায় জেলায় বা ২-৩টি জেলা একত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (তাদরীবুল মুয়াল্লিমীন) শিবিরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
সেখানে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষকদের মতো পরীক্ষার খাতা দেখার দক্ষতা অর্জন করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
তবে, খারিজি মাদ্রাসাগুলি থেকে পড়াশুনা করে যোতে ছাত্ররা আদর্শ মানুষ হতে পারে তার উপর বিশেষ নজর দেওয়ার আর্জি জানান মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি।
এ ব্যাপারে তিনি আরও বলেন, ভারতের সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষার্থে মাদ্রাসাগুলি বদ্ধপরিকর। মাদ্রাসাগুলি সৎ, আদর্শবান, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গড়ে তোলার সূতিকাগার।
পশ্চিমবঙ্গ রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার এদিনের অধিবেশনে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মনজুর আলম, রাজ্য রাবেতা বোর্ডের সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম সাহেব, সাধারণ সম্পাদক মুফতি ফখরুদ্দীন সাহেব, মুফতি মিসবাহুল ইসলাম, মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা ইমতিয়াজ আলী, মাওলানা আনিসুর রহমান, জেড আর আরিফ, মুফতি ইমদাদুল ইসলাম, হাফিজ আকিল আহমেদ প্রমুখ।

বিশ্বকাপ জয়ের বোনাস ফিরিয়ে দিলেন দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় অন্যদের তুলনায় বেশি বোনাস নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই খেলোয়াড়দের পাশাপাশি প্রধান কোচ দ্রাবিড়ের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বোনাস বরাদ্দ করেছিল। আর সহকারী কোচ হিসেবে থাকা অন্যদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় আড়াই কোটি টাকা করে।
তবে কোচিং স্টাফের অন্যদের চেয়ে বাড়তি বোনাস নেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন দ্রাবিড়। বাকিদের মতো তিনিও আড়াই কোটি টাকাই নেবেন। গত ২৯ জুন বার্বাডোজে অনুষ্ঠিত ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ভারত। ট্রফি জয়ের পর প্রধান কোচের দায়িত্ব

ছেড়ে দেন দ্রাবিড়।
ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের কোচিং স্টাফে দ্রাবিড়ের সঙ্গে ছিলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, ফিল্ডিং কোচ টি দিলিপ ও বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। বিসিসিআই বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য ঘোষিত ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে এই তিনজনের জন্য আড়াই কোটি টাকা করে বরাদ্দ রেখেছে। সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা করে রাখা হয়েছে স্কোয়াডে থাকা ১৫ ক্রিকেটার ও প্রধান কোচের জন্য।
টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দ্রাবিড় তাঁর জন্য বরাদ্দ বোনাস থেকে আড়াই কোটি টাকা কম দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র এ বিষয়ে বলেন, 'রাহুল সাপোর্ট স্টাফদের মতো তাঁকেও আড়াই কোটি টাকা দিতে বলেছেন। আমরা তাঁর অনুভূতিকে সম্মান জানাই।' রাহুলের বেশি বোনাস প্রত্যাখ্যানের ঘটনা অবশ্য এটিই প্রথম নয়। ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের কোচ ছিলেন তিনি। সেবার ভারতের যুবারা চ্যাম্পিয়ন হলে বিসিসিআই প্রধান কোচ দ্রাবিড়ের জন্য ৫০ লাখ, সাপোর্ট স্টাফে থাকা বাকিদের জন্য ২০ লাখ এবং খেলোয়াড়দের জন্য ৩০ লাখ টাকা বোনাস ঘোষণা করেছিল। দ্রাবিড় সবাইকে সমান বোনাস দেওয়ার অনুরোধ জানালে বিসিসিআই পরে প্রত্যেককে ২৫ লাখ টাকা করে দিয়েছিল।

কানাডাকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার সেমি ফাইনালে কানাডাকে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে জিতে ফাইনালের টিকেট কেটেছে স্কালোনির শিষ্যরা। আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেন আলভারেজ ও মেসি।
সেমি ফাইনালে আর্জেন্টিনার একাদশে একাধিক পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন কোচ স্কালোনি। শঙ্কা থাকলেও কানাডার বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন মেসি। একাদশে মেসির সঙ্গে ছিলেন আনহেল দি মারিয়া এবং হুলিয়ান আলভারেজও।
ম্যাচ শুরুর ১০ থেকে ১৫ মিনিট বেশ ভালোই খেলেছে কানাডা। ৩ মিনিট ও ৮ মিনিটে দুটি সুযোগ নষ্ট করেন শ্যাফেলবার্গ। তবে ম্যাচে আর্জেন্টিনা প্রথম সুযোগ তৈরি করে ১২ মিনিটের মাথায়।

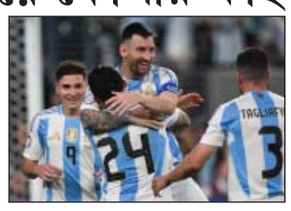

ডি-বক্সের বাইরে থেকে লিওনেল মেসির বা পায়ের জোড়ালো শটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গোল পেতে দেরি হয়নি আর্জেন্টিনার। ২২ মিনিটে রদ্রিগো ডি পলের পাস থেকে বল পেয়ে গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন সিটি তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। তার দেওয়া গোলেই ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধে আরো সুযোগ পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। ৩৪ মিনিটে ডি মারিয়া শট গোলরক্ষকের সামান্য উপর দিয়ে বাইরে চলে যায়। ৪৪ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন মেসিও। তবে শট ছিল পোস্টের বাইরে। ১ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা। বিরতির পর কোপায় নিজের প্রথম গোলটি তুলে নিতে বেশি দেরি করেননি মেসি। ৫১ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজ বক্সের জটলার মধ্যে শট নিলে মেসির পা ছুঁইয়ে বল চলে যায় জালে। কানাডা অফসাইডের অভিযোগ তুললেও কানাডার রক্ষণের ভুলে সেটি হয়নি।
কানাডার একজন খেলোয়াড় ছিলেন অনেক নিচে। ভিডিও রিপ্লে দেখে গোল বহাল রাখেন রেফারি। এ নিয়ে ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ছয়টি আলাদা টুর্নামেন্টে গোল করলেন মেসি। দুই গোল পিছিয়ে পড়ার পর ৬৮ মিনিটে আরও বড় ধাক্কা খায় কানাডা। পায়ের চোটে মাঠ ছাড়েন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা আলফন্সো ডেভিস। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়েই ফাইনাল নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা।

ইউরো কাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে স্পেন

আপনজন ডেস্ক: ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সেমি ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়েছে স্পেন। ম্যাচের প্রথমার্ধের সেই তিন গোলই শেষ পর্যন্ত স্পেনের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ২-১ গোলের জয়ে ইউরোর ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করল দে লা ফুয়েন্তের দল।
ফ্রান্স স্পেনের ম্যাচটাকে ধরা হচ্ছিল ফাইনালে আগে ফাইনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে স্বাগতিক জার্মানিকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল স্পেন। সেদিন কষ্ট করে জিতলেও স্পেন আজ জিতেছে দাপটের সাথে। তবে ম্যাচের শুরুতে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে স্পেন। ৮ মিনিটে ফ্রান্সকে লিড এনে দেয় কোলো মুয়ানি।
কিলিয়ান এমবাপ্পের ক্রস থেকে হেডে দারুণ এক গোল করেন মুয়ানি। তবে পিছিয়ে পড়েও আক্রমন অব্যাহত রাখে স্পেন। ম্যাচের ২০ তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করে সমতায় ফেরান লামিনে ইমায়াল। এর চার মিনিট পর জেসুস নাভাসের ক্রস থেকে বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় ফ্রান্স। ফাঁকায় বল পেয়ে দুর্দান্ত শট নেন দানি ওলমো। বলটি ফ্রান্সের ডিফেন্ডার জুলস কুন্দের পায়ে লেগে জালে জড়ায় জা। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় স্পেন।
দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় ফ্রান্স। একাধিকবার সুযোগ পেয়েও গোল আদায় করতে ব্যর্থ হয় ফ্রান্স।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**